গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
www.imed.gov.bd

আহম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
(যেখানে আপনার একটি স্বপ্ন আছে)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আইএমইডি সরকারি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে। এর ফলে উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সম্পদে দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং সমন্বয় বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সরকারি ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারি ক্রয় ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির (ই-জিপি) ফলপ্রসূ প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে বর্তমান সরকারের গতিশীলতা, উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা এবং জনকল্যাণমূখিতা সম্পর্কে দেশবাসী সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হবে। আগামী দিনগুলোতে অনুরূপ গতিশীলতায় এ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। বর্তমান সরকার এর অঙ্গীকার "রূপকল্প:২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইএমইডি সহায়ক ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সুশীল সমাজ গঠন, সুখী ও সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি

এম. এ. মান্নান, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডি'র দায়িত্ব। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের স্থান, কাজের মান এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়।

এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করতে বার্ষিক প্রতিবেদন সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি চলমান প্রকল্পসমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন আইএমইডি করে থাকে।

সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ই-জিপি চালুর ফলে বর্তমানে ঘরে বসে টেন্ডার ডকুমেন্ট জমা দেয়া যাচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ই-পেমেন্টসহ আরো অনেক কাজ স্বল্প সময়ে, সহজে ও সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া বেশী বেশী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি দরপত্র জমাদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। অন-লাইনে টেন্ডার দাখিল সুবিধা প্রবর্তনের ফলে দরপত্রদাতাগণ ঝামেলা মুক্ত পরিবেশে দরপত্র জমা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও অন-লাইনে PROMIS (Procurement Management Information System) এর মাধ্যমে সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণকৃত দরপত্রসমূহে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-বিধান যথাযথ প্রতিপালন হচ্ছে কি না তাও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের গতিশীলতা, উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা এবং জনকল্যাণমূখিতা সম্পর্কে দেশবাসী প্রতিবেদনটির মাধ্যমে সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হবেন। আগামী দিনগুলোতে অনুরূপ গতিশীলতায় এ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(এম. এ. মান্নান, এম.পি)

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ এবং এ বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ২য় বারের মতো ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির ভিত্তিতে এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মূল দায়িত্ব হলো সরকারি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। এছাড়া আইএমইডি প্রয়োজনের নিরিখে সরকারি ব্যয়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়ন করে থাকে। অধিকন্তু সরকারি ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ এ বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আইএমইডি প্রকল্পের অনুমোদনকালে অর্থাৎ প্রকল্পের ডিজাইন, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান, বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, ক্ষেত্র বিশেষে নিবিড় পরিবীক্ষণ, মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ এবং বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সরাসরি/আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এবং তা ফলো-আপ করে থাকে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আইএমইডি কতৃক পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ১৪২৩ টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ৭৭,৮৩৬ কোটি টাকা। জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭১,১৩৯ কোটি টাকা (৯১%)। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ২২৬ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে একটি দক্ষ ও গতিশীল সংস্থা হিসেবে আইএমইডি সরকারি খাতে ক্রয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে সুদুরপ্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যে সরকারি নিজস্ব অর্থে আইএমইডির সক্ষমতা বাড়ানোর কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ডিজিটাইজেশন করে On-line ব্যবস্থায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় আগামীতে আইএমইডি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুশাসন (Good Governance) প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
আইএমইডি'র পটভূমি	১-১
আইএমইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো	১-৩
আইএমইডি'র কাজ	৩-৩
আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৪-৪
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী	৫-৭
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন তিনটি প্রকল্পের অগ্রগতি	৭-১২
উপসংহার	১২-১২
পরিশিষ্ট-১ : ২০১২-১৩ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	১৩-১৮
পরিশিষ্ট-২ : ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১৫টি প্রকল্পের নাম এবং প্রভাব মূল্যায়নে প্রাপ্ত সুপারিশ	১৯-৩৪
পরিশিষ্ট-৩: ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত ১১টি প্রকল্পের তালিকা, প্রকল্প ব্যয়, সমীক্ষা বাবদ ব্যয়, মন্তব্য এবং নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত সুপারিশ	৩৫-৪৪
পরিশিষ্ট-৪: আইএমইডি'র সেক্টরভিত্তিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিন্যাস ও তাদের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা	৪৫-৪৫

১। পটভূমি:

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের বিশেষ করে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। মূলতঃ মালয়েশীয় মডেলে তদকালীন 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবিকে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন (PMD) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ', ইংরেজীতে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং যা বর্তমানে "আইএমইডি" হিসেবে পরিচিত।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে পরিচালিত Country Procurement Assessment Report (CPAR) এ বাংলাদেশে সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করে যুগোপযোগী আইন ও বিধি বিধান প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় গৃহীত পিপিআরপি (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্মস প্রকল্প)-এর আওতায় আইএমইডি'তে Central Procurement Technical Unit (CPTU) প্রতিষ্ঠা করা হয়। CPTU প্রথমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৩ প্রণয়নসহ প্রয়োগের জন্য Implementation Procedures এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস চালু করে। প্রাথমিকভাবে ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দরদাতাদের প্রতি সম-আচরণ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ কাযর্কর করা হয়।

২। আইএমইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো:

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে একজন সচিবের নেতৃত্বে ১ টি অনুবিভাগ, ৪টি মনিটরিং সেক্টর, ১টি মূল্যায়ন সেক্টর, ১টি সমন্বয় সেক্টর ও ১টি ইউনিটের সমন্বয়ে আইএমইডি গঠিত। অনুবিভাগে ১জন যুগ্ম-সচিব, সেক্টরসমূহে ১জন প্রধান, ৪জন মহাপরিচালক ও ১জন পরিচালক (সমন্বয়) এবং ইউনিটে একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। আইএমইডি-তে ১ম শ্রেণীর ৯২ জন, ২য় শ্রেণীর ৪৪ জন, ৩য় শ্রেণীর ৮৪ জন, ৪র্থ শ্রেণীর ৫০ জন সহ মোট ২৭০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ, সেক্টর ও ইউনিট ভিত্তিক পদবিন্যাস নিম্নরূপঃ

প্রশাসন অনুবিভাগঃ ১ জন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ১ জন উপ-সচিব, ৩ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ১ জন লাইব্রেরীয়ান ও ১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সমন্বয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরঃ সচিবের সরাসরি তত্বাবধানে ১ জন পরিচালকের নেতৃত্বে ১ জন উপ-পরিচালক, ১ জন সিস্টেম এনালিস্ট এবং ৩ জন প্রোগ্রামারের সমন্বয়ে এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংস্থান রয়েছে।

শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরঃ এ সেক্টরে ১ জন প্রধান, ৩ জন পরিচালক, ৪ জন উপ-পরিচালক এবং ৫ জন সহকারী পরিচালকের পদ রয়েছে।

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টরঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ৩ জন পরিচালক, ৪ জন উপ-পরিচালক, এবং ৫ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

শিল্প ও শক্তি সেক্টরঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ৩ জন পরিচালক, ৪ জন উপ-পরিচালক, এবং ৫ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টরঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ৩ জন উপ-পরিচালক এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

মূল্যায়ন সেক্টরঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ৩ জন উপ-পরিচালক, ৭ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন প্রোগ্রামার, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং ৮ জন মূল্যায়ন কর্মকর্তার সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

সিপিটিইউঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ২ জন উপ-পরিচালক, ১ জন সহকারী পরিচালক ১ জন ট্রেনিং কোর্ডিনেটর, ১ জন সিস্টেম এনালিস্ট, ১ জন প্রোগ্রামার, ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ১ জন সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর এর সমন্বয়ে এ ইউনিট গঠিত।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ৩০/০৬/২০১৫খ্রিঃ তারিখে পদ ভিত্তিক অনুমোদিত, পূরণকৃত ও শূন্য পদের বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ
১	২	৩	৬	৭
(১)	সচিব	১	১	০
(২)	প্রধান	১	১	০
(৩)	যুগ্ম-সচিব	১	১	০
(৪)	মহা-পরিচালক	৫	৫	০
(৫)	উপ-সচিব	১	১	০
(৬)	পরিচালক	১৭	১৭	০
(৭)	সিষ্টেম এনালিষ্ট	১	১	০
(৮)	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৩	৩	০
(৯)	উপ-পরিচালক	২৩	১৩	১০
(১০)	প্রোগ্রামার	৩	৩	০
(১১)	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	১	১	০
(১২)	সহকারী প্রোগ্রামার	১	-	১
(১৩)	সহকারী পরিচালক	৩০	২৪	৬
(১৪)	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	১	১	০
(১৫)	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
(১৬)	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	২	০	২
মোট ১ম শ্রেণী কর্মকর্তা		**৯২**	**৭৩**	১৯
(১)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৭	৪	৩
(২)	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৫	৮	১৭
(৩)	লাইব্রেরীয়ান	১	১	০
(৪)	মূল্যায়ন কর্মকর্তা	৮	২	৬
(৫)	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	৩	২	১
মোট ২য় শ্রেণী কর্মকর্তা		**৪৪**	**১৭**	**২৭**
(১)	হিসাব রক্ষক	১	০	১
(২)	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	২	২	০
(৩)	সহকারী হিসাব রক্ষক	১	১	০
(৪)	কম্পিউটার অপারেটর	৮	৭	১
(৫)	ড্রাফটসম্যান	২	২	০
(৬)	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কঃ অপাঃ	৩	৩	০
(৭)	ক্যাশিয়ার	২	২	০
(৮)	অফিস সহকারী কাম কঃমুদ্রাঃ	২৭	১৭	১০

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ
১	২	৩	৬	৭
(০৯)	ফ্যাক্স/টেলেক্স অপারেটর	১	১	০
(১০)	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	২৬	২৫	১
(১১)	ড্রাইভার	৫	৪	১
(১২)	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	৩	৩	০
(১৩)	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	২	২	০
(১৪)	ক্যাশ সরকার	১	১	০
মোট ৩য় শ্রেণী		**৮৪**	৭০	১৪
(১)	অফিস সহায়ক, বার্তা বাহক (এম এল এস এস)	৫০	৪৭	৩
মোট ৪র্থ শ্রেণী		**৫০**	৪৭	৩
সর্বমোট অনুমোদিত পদ		**২৭০**	**২০৭**	**৬৩**

অনুমোদিত পদ সংখ্যার ৬৩টি বিভিন্ন পদ শূন্য থাকায় জনবল সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরের কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে।

৩। আইএমইডি'র কাজ :

রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর অ্যালোকেশন অব বিজনেস (অনুচ্ছেদ ৩২ (C)) অনুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
২. প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যসংগ্রহ এবং সংকলন(Compilation)-এর মাধ্যমে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং সাময়িক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান;
৪. স্পট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা জানার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন;
৫. প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. প্রয়োজনের আলোকে, প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ;
৭. সিপিটিইউ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
৮. পিপিএ, ০৬ এবং পিপিআর, ০৮ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি ; এবং
৯. সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রী/পরিকল্পনা মন্ত্রী/জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়াদি।

আইএমইডি প্রকল্পের প্রাক-অনুমোদন পর্যায়, বাস্তবায়ন পর্যায় এবং বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভুমিকা রাখছে। প্রকল্পের প্রাক অনুমোদন পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সভায় অংশগ্রহণ করে বিনিয়োগের যথার্থতা, একই এলাকার অনুরূপ প্রকল্পের সাথে Overlapping, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং পর্যায়ক্রমিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উপস্থাপন করে থাকে।

অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রি/সচিব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, টেন্ডার বাস্তবায়ন, জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তথা প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি বেগবান হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সমাপ্তি মূল্যায়ন ও নির্বাচিত কিছু সংখ্যক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে বাস্তবায়নকালীন উদ্ভূত সমস্যা এবং প্রকল্পের আউটপুটকে টেকসই করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে থাকে।

৪। আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

শ্রম বিভাজনের জন্য এ বিভাগের অর্গানোগ্রামে ১টি উইং, ৬টি সেক্টর ও ১টি ইউনিট রয়েছে।

প্রশাসন উইং:

এ বিভাগের জন্য অনুমোদিত মোট ২৭০টি পদের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম এ উইং এর একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর:

সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একজন পরিচালকের নেতৃত্বে সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকালে ও বাস্তবায়ন শেষে আইএমইডি বিভিন্ন ছকের (আইএমইডি/২০০৩ ফরম ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫) মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে। প্রতিবছর এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১২০০-১৫০০ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য বিভাগের ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে। অতঃপর মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন একনেক ও এনইসি সভায় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এসব প্রতিবেদনে এডিপির অগ্রগতির (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক, সেক্টর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক) তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। তাছাড়া এ সেক্টর থেকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর এবং স্থায়ী কমিটির (যেমন- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদের প্রতিশ্রুতি কমিটি) চাহিদা মাফিক নিয়মিত কার্যপত্র প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এ দু'টি কমিটি প্রায় ২৩টি সভা আইএমইডি'র কার্যপত্রের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়।

মনিটরিং সেক্টরসমূহ:

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত চলমান (Ongoing) প্রকল্পসমূহের মনিটরিং এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মূল্যায়নের জন্য মোট ৪টি মূল (Substantive) মনিটরিং সেক্টর রয়েছে। সেক্টরগুলো নিম্নসমূহ হলোঃ

১। শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর
২। কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর
৩। শিল্প ও শক্তি সেক্টর
৪। যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর

প্রধান (Chief)/মহাপরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তার নের্তৃত্বে উল্লিখিত মনিটরিং সেক্টরসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি সেক্টরে প্রধান/মহাপরিচালক অধীনে একাধিক সাব-সেক্টর রয়েছে। উক্ত সাব-সেক্টরসমূহে পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ মনিটরিং ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং ও সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আইএমইডি'র মূল সেক্টরগুলোর সাথে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টরভিত্তিক বিন্যাস ও তাদের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসংখ্যা পরিশিষ্ট-৪ এ প্রদান করা হলো।

মূল্যায়ন সেক্টর:

একজন মহাপরিচালকের নের্তৃত্বে এ সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯২ সালের Population Development Evaluation Unit (PDEU) আইএমইডি'র সাথে সংযুক্ত হয়ে মূল্যায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বা ততোধিক বছর আগে সমাপ্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত কিছু সংখ্যক প্রকল্পের প্রভাব এ সেক্টরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নযোগ্য প্রকল্প নির্বাচনের পর মূল্যায়ন সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক এবং পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করে তাঁদের মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পসমূহের প্রভাব মূল্যায়নের কাজ সম্পাদিত হয়।

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ):

একজন মহাপরিচালকের নের্তৃত্বে এ সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পিপিআরপি প্রকল্পের আওতায় আইএমইডি'র অধীনে সিপিটিইউ ১৩ই মে ২০০২ সালে স্থাপন করা হয়। এ ইউনিট থেকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, আদর্শ দরপত্র/প্রস্তাব দলিল (STD), দরপত্র/দর প্রস্তাব মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া নিরূপণ, মডেল কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টসহ বিভিন্ন গাইডলাইন প্রনয়ণ করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও উহার অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা সমূহকে জারীকৃত বিধি-বিধান অনুসরণে ক্রয়কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৫। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী :

(ক) প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ে আইএমইডি'র ভূমিকা:

পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত প্রায় তিন শতাধিক PEC সভায় আইএমইডি প্রতিনিধিত্ব করেছে। এসব সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং Procurment Plan এর উপর আইএমইডি মতামত দিয়ে থাকে। তাছাড়া পূর্ববর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নততর পরিকল্পনার জন্য মতামত দিয়ে থাকে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মনিটরিং প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রায় ৩০০টি প্রকল্প পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করেছে। এসব সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণ, Public Procurment, পরামর্শক/জনবল নিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ, প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকে।

(খ) প্রকল্প পরিদর্শন:

মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বছরের শুরুতেই একটি কর্মপরিকল্পনা সচিবের নিকট থেকে অনুমোদন নেয়া হয়। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের স্পট, কাজের মান এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-জুন/২০১৫ অত্র বিভাগের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল মোট ১২২১টি যার বিপরীতে পরিদর্শন করা হয়েছে ১৩০২টি (১০৭%)। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে ১০৭২ (৯০%)টি।

(গ) প্রকল্প মূল্যায়ন:

আইএমইডি সমাপ্ত সকল প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। গড়ে প্রতি বছর প্রায় ২০০-২৫০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যেসকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে তা সহ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২২৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (PCR) সংগ্রহের কাজও এগিয়ে চলছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সমাপ্ত ২০১টি (পরিশিষ্ট-১) প্রকল্পের 'সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন' বই আকারে প্রকাশের নিমিত্ত বিজি প্রেসে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঘ) সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) :

আইএমইডি কতৃর্ক বাস্তবায়িত প্রকল্প/কমর্সূচীর ফলাফল (Output) এবং ফলাফলের সমন্বয়ে অর্জিত স্বল্প মেয়াদী সুফল (Outcome) এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভুক্ত সুবিধাভোগী ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ইত্যাদি নিরুপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব আইএমইডি কতৃর্ক মূল্যায়ন করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণাধর্মী সমীক্ষা। সাধারনত অথর্নৈতিক নীতি ও অগ্রাধিকার এবং মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দের বিবেচনায় আইএমইডির সচিব এর নেতৃত্বে বিদ্যমান একটি কমিটি কতৃর্ক প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্প বাছাই করা হয়। নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের কলেবর, সমাপ্তির পর্যায় এবং প্রভাব মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্তের সহজলভ্যতার বিবেচনায় মূল্যায়ন কাজ সম্পাদনের জন্য পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ অথবা নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রভাব মূল্যায়নের কাজ করা হয়।

চিত্রঃ সচিব (আইএমইডি)'র সভাপতিত্বে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য সাধারনত: বুদ্ধিভিত্তিক ও পেশাগত সেবা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট বাজেটের ভিত্তিতে (FBS) পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ করা হয়। এজন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ অর্থাৎ প্রাপ্ত EOI মূল্যায়ন, সংক্ষিপ্ত তালিকাকরন, কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়ন, নেগোশিয়েশন এবং Award প্রদানের সুপারিশ গ্রহণ করে অনুমোদনকারী কতৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। অত:পর নিয়োজিত পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক স্টাডি ডিজাইন প্রনয়ন করে ইনসেপশন রিপোর্টসহ স্টিয়ারিং কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়। সমীক্ষার জন্য Baseline Survey Data, অন্তবর্তী মূল্যায়ন, সমাপ্তি মূল্যায়ন (PCR) ও অন্যান্য তথ্যের সহজলভ্যতার ভিত্তিতে স্টাডি ডিজাইন নির্ধারণ করা হয়।

সাধারণতঃ বেইজ লাইন সার্ভের অনুপস্থিতিতে Control Group Post Test Only-ডিজাইন পদ্ধতির স্টাডি ডিজাইন গ্রহণ করা হয়। অত:পর Random Sampling এর ভিত্তিতে মাঠ পযার্য়ের স্টেকহোল্ডারগণ এর নিকট থেকে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পূর্বক তার যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে খসড়া প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। প্রতিটি মূল্যায়নের ভিত্তিতে গঠিত Technical Committee কতৃর্ক খসড়া প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করা হয় অত:পর বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন/আইএমইডি/ইআরডি/দাতা সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/দপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে আয়োজিত ওয়াকর্শপ/সেমিনারের মাধ্যমে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। প্রতিবেদনে গৃহীত সুপারিশ/লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর মূল্যায়ন সেক্টর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত প্রকল্প সমূহের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণামূলক কাজ বিধায় এ কাজ যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫টি উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই করা হয়, যার মধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক পরিচালিত ১০টি, ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক পরিচালিত ৪টি এবং মূল্যায়ন সেক্টরের কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে পরিচালিত ১টি প্রকল্প। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নির্ধারিত যে ১৫টি প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হয়েছে তাদের নাম এবং প্রভাব মূল্যায়নে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পরিশিষ্ট-২ -এ দেয়া হয়।

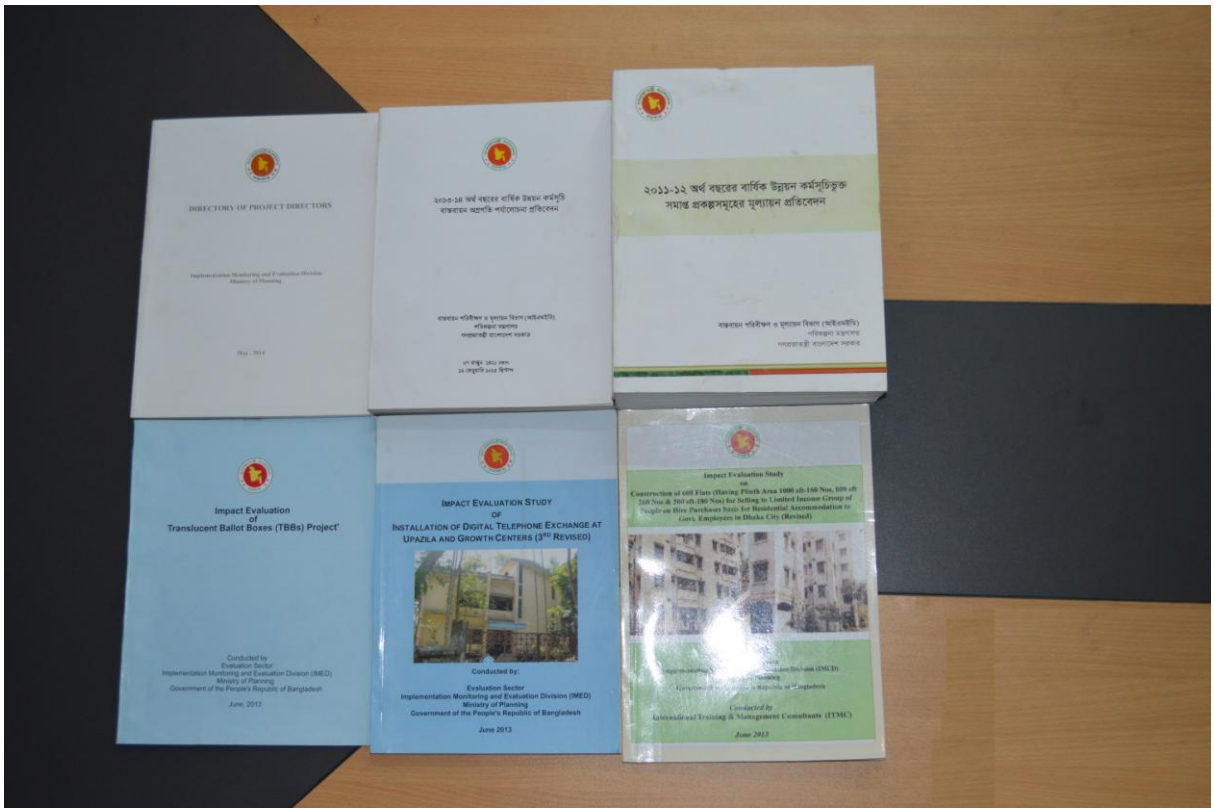

চিত্রঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

(ঙ) নিবিড় (In-depth) পরিবীক্ষণ:

সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে রাজস্ব খাতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মনিটরিং সেক্টর সমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিষয়াদি বিবেচনায় রাখা হয়:

(ক) প্রকল্পটি কারিগরি/আর্থসামাজিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ।
(খ) প্রকল্পটি এডিপিভুক্ত চলতি বিনিয়োগ প্রকল্প (বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনায় চলতি কারিগরি প্রকল্প হতে পারে) এবং এর বাস্তবায়নকাল অন্যূন ২(দুই) বছর অবশিষ্ট।
গ) প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৪০%।

আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সাধারণভাবে ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়। নিয়মিত পরিবীক্ষণ কাজে নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক/ফার্মকে

ক) নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কাজের পরিমান ও গুনগত মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণ ও তার আলোকে প্রয়োজনীয় মতামত/সুপারিশ প্রদান;
খ) প্রকল্পের আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যকেক্ষণ ও মতামত প্রদান;
গ) প্রকল্পের ক্রয় কার্য সম্পাদনে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা যথাযথ অনুসরন করা হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধানসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আউট-সোর্সিং-এর মাধ্যমে ১১টি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত ১১টি প্রকল্পের তালিকা, প্রকল্প ব্যয়, সমীক্ষা বাবদ ব্যয় এবং সুপারিশ পরিশিষ্ট-৩ -এ দেখা যেতে পারে।

(চ) ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপি পর্যালোচনাঃ

আইএমইডি কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সুপারিশ সহ বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। গত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এডিপি পর্যালোচনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রনয়ণ প্রক্রিয়াধীন আছে। নিম্নে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও সার্বিক এডিপি অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হলো:

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ				ব্যয়			
		মোট	টাকা	প্র: সাহায্য	নিজস্ব অর্থায়ন	মোট (%)	টাকা	প্র: বরাদ্দ	নিজস্ব অর্থায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৪-১৫	১৪৫৩	৭৭৮৩৬	৫০১০০	২৪৯০০	২৮৩৬	৭১১৩৯ (৯১%)	৪৫৯৬২ (৯২%)	২২৫৭০ (৯১%)	২৬০৭ (৯২%)

* Provisional

(ছ) প্রশাসনিক কার্যক্রম:

আইএমইডি'র প্রশাসন অনুবিভাগ কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ০১ (এক) জন ১ম শ্রেণরি কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড, ৩য় শ্রেণীর ০১ (এক) জন কর্মচারীকে পদোন্নতি এবং ৪র্থ শ্রেণীর ০৬ (ছয়) জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ০১ (এক)টি নতুন মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। ১ম শ্রেণীর ৯৬ (ছিয়ানম্বই) জন কর্মকর্তা বিদেশ এবং ১৪৫ (একশত পয়তাল্লিশ) জন কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

(জ) সভা :

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে অত্র বিভাগে ১২টি মাসিক সমন্বয় সভা ও ১২টি এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঝ) ই-জিপি সংক্রান্ত :

সরকারি ক্রয়কার্যে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২ জুন, ২০১১ তারিখে জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল (www.eprocure.gob.bd) উদ্বোধনের মাধ্যমে অন-লাইন পদ্ধতিতে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরনের জন্য ই-জিপি [Electronic Government Procurement (e-GP)] পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং (e-Tendering) এবং ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা (e-Contract management) একীভূত করে ই-জিপি (Integrated e-GP) ব্যবস্থা প্রবর্তন ডিজিটাল বংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরণের পদক্ষেপ।

প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি সরকারি সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের দপ্তরে সরকারি ক্রয়ে পাইলট ভিত্তিতে ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৯টি মন্ত্রণালয়ের ৬৯টি সংস্থার ৯৯৪টি ক্রয়কারী ই-জিপি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একই সঙ্গে ৬২১৭টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা ই-জিপি-তে নিবন্ধিত হয়েছে এবং ই-জিপি সিস্টেমে ১৬৯৫২টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ই-জিপি সিস্টেমটি ডাচ-বাংলা ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক পেমেন্ট গেটওয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে ঠিকাদারগণ অন-লাইনে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা জমা দিতে পারছে।

ই-জিপি চালুর ফলে বর্তমানে ঘরে বসে টেন্ডার ডকুমেন্ট জমা দেয়া যাচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ই-পেমেন্টসহ আরো অনেক কাজ স্বল্প সময়ে, সহজে ও সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া অনেক বেশী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি দরপত্র জমাদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। অন-লাইনে টেন্ডার দাখিল এই সুবিধা প্রবর্তনের ফলে দরপত্রদাতাগণ ভয়-ভীতি ও ঝামেলা মুক্ত পরিবেশে দরপত্র জমা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও অন-লাইনে PROMIS (Procurement Management Information System) এর মাধ্যমে সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণকৃত দরপত্রসমূহে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-বিধান যথাযথ প্রতিপালন হচ্ছে কি না তাও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিপিটিইউ'র ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদনঃ (১ জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

(১) দেশে e-Tendering এর আওতায় ৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের **৬৯**টি সংস্থার **৯৯৪টি** ক্রয়কারী e-GP ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একই সঙ্গে **৬২১৭টি** দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা e-GP-তে নিবন্ধিত হয়েছে এবং e-GP সিস্টেমে **১৬৯৫২**টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

(২) দরপত্র জামানত, কার্য সম্পাদন জামানতসহ রেজিস্ট্রেশন ফি, নবায়ন ফি, টেন্ডার ডকুমেন্ট ফি গ্রহণের জন্য **৯**টি ব্যাংকের সাথে MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে।

(৩) ESCB (Engineering Staff College Bangladesh)-এ **৮৬৮** জন এবং BIM (Bangladesh Institute of Management)-এ ৩৯৪ জনসহ মোট **১২৬২** জন কর্মকর্তাকে ৩ সপ্তাহব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৭৮৫ জন কর্মকর্তাকে Short Training (১দিন/৩দিন/৫দিন) প্রদান করা হয়েছে।

(৪) ই-জিপি সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থার ৮৩০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৫) স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ১২ ধরণের প্রশিক্ষণ মডিউল চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে।

(৬) ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত South Asia Regional Public Procurement Forum-এর ২য় সম্মেলনের Action Plan বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি ভিডিও কনফারেন্সে (বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসে) অংশ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭) (ITC-ILO)তে ৮ জন কর্মকর্তা Masters Program-এর Face to Face পর্ব শেষ করেছেন।

(৮) Master's in Public Procurement and Supply Chain/MCIPS কোর্সের জন্য মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে ২৫ জন কর্মকর্তার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়েছে।

(৯) PPRP-II প্রকল্পের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের ১৩তম এবং ১৪তম Implementation Support Mission-কে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক Aide Memoire চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(১০) রিভিউ প্যানেল গাইড লাইন অনুমোদনপূর্বক বিতরণ করা হয়েছে।

(১১) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও ই-জিপি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য Bangladesh Centre for Communication Program (BCCP) এর সাথে Social Awareness Campaign & Communication (including e-GP) বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে ও চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে।

(১২) Post qualification সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(১৩) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় পেশকৃত প্রায় ৫৫টি ও সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় পেশকৃত প্রায় ৩৩৪টি প্রস্তাব পরীক্ষা করে মতামত প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

(১৪) e-GP ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের নিমিত্তে Sr. e-GP Management Consultant নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১৫) Web Programmer নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

(১৬) Financial Management Consultant নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

(১৭) Monitoring and Evaluation Consultant (M&E) নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদিত ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(১৮) system Independent (Third Party) Audit Consultant নিয়োগের নিমিত্ত Short Listed ফার্মগুলোকে Request for Proposal (RFP) প্রদান করা হয়েছে ।

(১৯) ই-জিপি বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নেপাল, উগান্ডা ও জাম্বিয়ার ৩টি সরকারি প্রতিনিধি দল সিপিটিইউ পরিদর্শন করেছে।

(২০) Social Accountability Consultant (Partnership Program with Public/Private Institution, Public Private Stakeholders Committee (PPSC) শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Institute of Government Studies (IGS) এর সঙ্গে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করে খসড়া চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২১) CIPS কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের Exposure Visit ও কোর্স সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে CIPS এর সঙ্গে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়ে খসড়া সংশোধিত চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২২) e-GPতে টেন্ডারারদের রেজিস্ট্রেশন এবং টেন্ডার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত (বাংলা ও ইংরেজীতে) একটি ফ্লায়ার তৈরি এবং বিতরণ করা হয়েছে।

(২৩) e-GP বিষয়ক সচেতনতামূলক একটি ভিডিও এনিমেশন এবং একটি স্লাইড শো নির্মাণ করা হয়েছে।

(২৪) Post Procurement Review Consultant নিয়োগের নিমিত্ত EOI গ্রহণ করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(২৫) Internal Audit Firm নিয়োগের জন্য EOI মূল্যায়ন করে সংক্ষিপ্ত তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠানকে RFP প্রদান করা হয়েছে।

(২৬) system Independent (Third Party) Audit Consultant নিয়োগের নিমিত্ত Short Listed ফার্মগুলোকে Request for Proposal (RFP) প্রদান করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(২৭) ১-৩ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে ঢাকায় অনষ্ঠিতব্য তৃতীয় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক Public Procurement Conference আয়োজনের জন্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি সুপার ভিশন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(২৮) PW3, PG3 এ ২টি STD চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(ঞ) বিবিধ :

দশম জাতীয় সংসদের ফ্লোরে মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত প্রায় ১৪টি সভায় আইএমইডি কর্তৃক কার্যপত্র নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। এ কার্যপত্রের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সভার ফলে, উন্নয়ন প্রকল্পের আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে এবং জনগণ অধিককারে উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। এছাড়া পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়ও নিয়মিতভাবে চাহিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন তিনটি প্রকল্পের অগ্রগতি :

আইএমইডি'র আওতায় ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প ৩টির অনুকূলে ২০১৪-১৫ সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৮১.০১ (জিওবি ১৮.৫৮ ও প্রকল্প সাহায্য ৬২.৪৩) কোটি টাকা এর মধ্যে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭২.৮৪ (জিওবি ১৬.১০ ও প্রকল্প সাহায্য ৫৬.৭৫) কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে চলতি অর্থবছরে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯০%।

৬.১ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট (PPRP-II) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নসহ নিয়মিত কার্যক্রম সম্পাদনকালে বিভিন্ন পণ্য, সেবা বা কার্য ক্রয়ের প্রয়োজন হয়। এসব সরকারী ক্রয়ে কর্মদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত চারটি কম্পোনেন্ট এর সমন্বয়ে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট(২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে:

1. Furthering policy reform and institutionalizing capacity development
2. Strengthening procurement management at sectoral level of IMED & CPTU
3. Introducing e-Government Procurement (e-GP)
4. Communication, behavioral changes and social accountability.

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

১। ২০ (বিশ) টি অবশিষ্ট স্টান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট (STD) সহ অন্যান্য ডকুমেন্ট যেমন: মূল্যায়ন নোট বিধিমালার অনুবাদ , ভার্সন ইত্যাদি এর জন্য নির্দেশিকা প্রনয়ণ, হালনাগাদকরন এবং প্রকিউরমেন্ট রিভিউ;

২। ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এর আওতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনাকে দক্ষতর করার জন্য প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে কর্মকর্তাদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের আয়োজনের সুযোগ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা;

৩। সিপিটিউ এবং আইএমইডি'র সেক্টর পর্যায়ের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা।

৪। চারটি প্রধান এজেন্সি সহ e-Government Procurement (e-GP) কার্যক্রমকে দেশব্যাপী ব্যাপকহারে সম্প্রসারণ করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে উক্ত চারটি এজেন্সির সকল কার্যক্রম ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা;

৫। পিপিআরপি-২ এর ১ম সংশোধণীর আওতায় পাইলট ই-জিপির ডেভেলপমেন্ট টেস্টিং এবং কমিশনিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৬। ষ্টেকহোল্ডারদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে সম্পৃক্ত করা এবং প্রকিউরমেন্ট এনটিটি সমূহকে সমাজের নিকট দায়বদ্ধ করা। (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পাবলিক, প্রাইভেট ষ্টেকহোল্ডার কমিটির দিক-নির্দেশনায় এ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়।)

৭। ঠিকাদার সরবরাহকারী এবং পরামর্শকদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন।

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিপিটিইউ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির টিপিপি ০৪ জুন ২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২য় সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৩৬৯.৮৯ লক্ষ টাকা, যা মূল টিপিপি অনুযায়ী ছিল ১৯০৯২.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ৫৭৫৬.৫৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৮৯%।

৬.২ স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) :

উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

১। তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শনে আইএমইডি'র নিজস্ব যানবাহন সুবিধা সৃষ্টি করা এবং নিরপেক্ষ ও তরিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

২। অন্যান্য লজিষ্টিক সুবিধাদি (আইটি যন্ত্রপাতি , ল্যান, ইন্টারনেট ইত্যাদিসহ) নিশ্চিত করা

৩। মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহ থেকে ইলেকট্রনিক উপায়ে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা;

৪। রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (RBM) চালুর লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত 'স্ট্রেটেজিক প্ল্যান (এসপি-২০০৮)' বাস্তবায়ন শুরু করা;

৫। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরভাবে চালুর লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়নের উপর সেক্টর ভিত্তিক ম্যানুয়াল তৈরি করা;

৬। মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশ-বিদেশে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

৭। পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আর্থিক, বাস্তব অগ্রগতি তথ্যের পাশাপাশি প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য BUET/ BCSIR এর সাথে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে আইএমইডি'র ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৯/০৭/২০০৯ তারিখের অনুশাসনের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ০৩/০৮/২০০৯ তারিখে আইএমইডিকে শক্তিশালীকরণের জন্য একটি নির্দেশনা জারি করে। উক্ত নির্দেশনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা হয়ঃ

"বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিশেষ অবদান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসু ও কার্যকর করার সাথে এবং যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED)- এর কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত IMED- এর কার্যক্রম, বাস্তবায়ন কৌশল, বিজ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক ও বাস্তবসম্মত হওয়া একান্ত প্রয়োজন"।

উক্ত অনুশাসন ও নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) শীর্ষক প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রনয়ণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ২৪/০১/২০১৩ তারিখে ৭০৯১.০০লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৪৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় তন্মধ্যে জুন ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে মোট ব্যয় হয় ১৩৮০.৮২৫ লক্ষ টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের ৯৫%।

৬.৩ Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for children and women in Bangladesh প্রকল্প :

১।	**প্রকল্পের নাম**	:	Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for children and women in Bangladesh
২।	**(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৩। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)

(ক) মোট : ৬৯৭.৭০

(খ) জিওবি : ৫০.১০

(গ) প্রকল্প সাহায্য : ৬৪৭.৬০

৪। প্রকল্পের অর্থায়ন : জিওবি এবং ইউনিসেফ-এর অনুদান

৫। বাস্তবায়নকাল : জুলাই/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৬

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও নারীদের সামাজিক মৌলিক পরিসেবার কার্যকর কাভারেজ বৃদ্ধিকল্পে নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট সহযোগী মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা।

- সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজের নিরীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য আইএমইডির অধীনে একটি সমন্বিত জাতীয় ব্যবস্থা স্থাপন করা;
- তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবন্ধকসমূহের বিশ্লেষণ এবং সাময়িক প্রতিবেদন তৈরী করতে আইএমইডি, ইআরডি, এসআইডি/বিবিএস ও বিআইডিএস-এর প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানবসম্পদ ক্ষমতার উন্নয়ন করা;
- এঙই-টঘওঈউঋ-এর কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং উচ্চ পর্যায়ের যৌথ মিশনে অংশগ্রহণ করা;
- মৌলিক সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজ তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণে জাতীয় ও উপ-জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ন্যায্যতার সাথে শিশু ও নারীর উপকারার্থে প্রমাণভিত্তিক পরিকল্পনা, বাজেট ও কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য উন্নয়ন-প্রতিবন্ধকতার দালিলিকরণ, বিতরণ ও সুব্যবহার করা;
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মৌলিক সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজ প্রাপ্তির পথে বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতাসমূহের পদ্ধতিগত অনুসরণ ও অপসারণ এবং
- অনগ্রসর শিশু ও নারীদের জন্য ন্যায্যতাভিত্তিক ফলাফল অর্জনে সম্পদের বর্দ্ধিত ও অধিক দক্ষ ব্যবহারের জন্য প্রচার করা।

৭। প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ০৯/১০/২০১৪ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেন এবং ১৯/১০/২০১৪ তারিখে প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

৮। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি : ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে প্রকল্পের অনুকূলে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৭.০০ লক্ষ টাকা, পিএ: ১৪৭.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ ছিল যার মধ্যে ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত মোট ব্যয় ১৪৭.০২ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৪.৭৩ লক্ষ টাকা, পিএ: ১৪২.২৯ লক্ষ টাকা)।

৭। উপসংহারঃ

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য মোতাবেক সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি সম্প্রসারণ, মনিটরিং ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রেজাল্ট-বেইজড ম্যানেজমেন্টের প্রয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ এবং মনিটরিং কর্মকর্তাদের লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন আছে। সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং বাস্তবায়ন এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা বলবৎ করার ফলে উন্নয়ন খাতে সম্পদের অপচয় এবং দুর্নীতি দূর করার মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ, আইসিটি তথা ইন্টারনেট, টেলিফোন-এর উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার ব্যবস্থা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির সূচকসমূহের অর্জন বেগবান হয়েছে। এসব উন্নয়নের সুফল জনগণ অধিক হারে পাচ্ছেন।

পরিশিষ্ট-১

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংকলিত ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে 'সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন'-এ অন্তর্ভুক্ত সমাপ্ত ২০১টি প্রকল্পের নাম ও তালিকা

আইন ও বিচার বিভাগ

১. দেশের ২০টি জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি ও ৬৩টি উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিস নির্মাণ (১ম পর্যায়) (সংশোধিত)
২. এড্রেসিং ভায়ালেন্স এগেইনস্ট উমেন থ্রু আইওএম

কৃষি মন্ত্রণালয়

৩. বৃহত্তর রংপুর জেলায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অঙ্গ)
৪. এগ্রিকালচার সেক্টর প্রোগ্রাম সাপোর্ট-২য় পর্যায় (কৃষি সম্প্রসারণ অংশ)
৫. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) ২য় পর্যায়
৬. ইমারজেন্সী সাপোর্ট ফর ইমিডিয়েট রিহেবিলাইটেশন অব মোস্ট ভালনারেবল ইন ফাইভ উপজেলাস অব দ্যা সাতক্ষীরা ডিস্ট্রিক্ট অব সাউদার্ন বাংলাদেশ
৭. স্ট্রেংদেনিং মাশরুম ডেভেলপমেন্ট
৮. কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ (২য় পর্যায়)
৯. সেচ এলাকা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
১০. সেচ এলাকা বর্ধিতকরণ ও উন্নয়ন
১১. ধানের জাত রক্ষণাবেক্ষণও ব্রীডার বীজ উৎপাদন জোরদারকরণ
১২. বায়োটেকনোলজি রিসার্চ ফেসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (বিআরএফডি) এ্যাট বিআরআরআই
১৩. স্ট্রেংদেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরী ইন ব্রি
১৪. বিএআরআই -এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বায়োকেমিট্রিক্যাল সুবিধা জোরদারকরণ
১৫. কৃষি উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে পল্লী যোগাযোগ সেবা বৃদ্ধিকরণ (সংশোধিত)

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১৬. খুলনা-যশোর রোড সিটি বাইপাস রোডের মধ্যে দুটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ
১৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহনীয় ব্যয় স্বাশ্রয়ী স্থাপনা নির্মাণে গবেষণা ও উদ্বুদ্ধকরণ (সংশোধিত)
১৮. ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (২য় পর্যায়)

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

১৯. কক্সবাজারে বিয়াম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনসহ বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ
২০. আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ইন দি মিনিস্ট্রি অব পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন

জাতীয় সংসদ সচিবালয়

২১. সোলার পাওয়ার সিস্টেমস ইন বাংলাদেশ পার্লামেন্ট

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

২২. টিএ প্রজেক্ট ফর ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
২৩. চাঁদপুর ১৫০ মেঃ ওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (সংশোধিত)
২৪. এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স
২৫. কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন
২৬. সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প
২৭. শ্রীকাইল তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন (কুপ নং-২)
২৮. আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স (২য় সংশোধিত)
২৯. রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৩*১২৫০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন

তথ্য মন্ত্রণালয়

৩০. বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়)
৩১. বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফএম সম্প্রচার নেটওয়ার্ক প্রবর্তন (১ম পর্যায়)
৩২. বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন
৩৩. চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ
৩৪. জয়েন্ট প্রোগ্রাম টু এড্রেস ভায়োলেন্স এগেইন্টস উইমেন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৩৫. সাপোর্ট টু হাইটেক পার্ক অথোরিটি টু এস্টাব্লিশ হাইটেক পার্ক এ্যাট কালিয়াকৈর, গাজীপুর

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৩৬. পাবর্ত্য চট্টগ্রামে গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২ মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ নির্মাণ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন প্রকল্প

৩৮. নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প

নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়

৩৯. বেনাপোল স্থল বন্দরের আধুনিকীকরণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

৪০. ঢাকা শহরের চারিদিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ চালুকরণ (২য় পর্যায়)

৪১. উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)

৪২. নোয়াপাড়া, ভৈরব-আশুগঞ্জ ও বরগুনায় নদী বন্দর স্থাপন

৪৩. চট্টগ্রাম বন্দর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন (চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ)

৪৪. নেভিগেশনাল এইডস্ টু মংলা পোর্ট

৪৫. মংলা বন্দরের জন্য একটি কাটার সাকশন ড্রেজার, পাইলট ও ডেসপাস বোট সংগ্রহ

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৪৬. ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বিবিএস (ফেজ-২): এ্যাকশন প্ল্যান ফর ন্যাশনাল স্ট্রেটেজি ফর দি ডেভেলপমেন্ট অব স্ট্যাটিসটিক্স (এনএসডিএস) প্রিপারেশন প্রকল্প

পরিকল্পনা বিভাগ

৪৭. এ্যাসিসটেন্স টু এসআইসিটি ফর স্ট্রেংদেনিং প্ল্যানিং ডিভিশন, ইআরডি, আইএমইডি থ্রু আইসিটি শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

৪৮. প্রোগ্রাম সাপোর্ট ইউনিট, পরিকল্পনা কমিশন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

৪৯. চট্রগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকার ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

৫০. বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন (১ম সংশোধিত)

৫১. ইন্টিগ্রেটেড প্রোটেক্টেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট (আইপ্যাক)-নিসর্গ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৫২. উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (সংশোধিত)

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

৫৩. নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, মংলা, বাগেরহাট

৫৪. ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড (আই.এস.এস,বি) (সংশোধিত)

৫৫. সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল সম্প্রসারণ

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৫৬. সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট (ফেজ-২), কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, বি.বাড়ীয়া ও সুনামগঞ্জ শহর (বাপাউবো অংশ)

৫৭. তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্তত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প

৫৮. খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণীল সলিমপুর কোলাবাশুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প

৫৯. ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প

৬০. মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৬১. রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

৬২. রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প

৬৩. চায়না সহায়তাপুষ্ট ২টি গ্রামীণ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৬৪. ইউএন-জিওবি জয়েন্ট প্রোগ্রাম টু এড্রেস ভায়োলেন্স এগেইনিস্ট ওমেন

৬৫. নেটওয়ার্কস ফর প্রিভেনশন এন্ড প্রোটেকশন অব ওমেন মাইগ্রান্ট ওয়ার্কারস ফ্রম ভায়োলেন্স

৬৬. ইকনোমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব ওমেন মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কস ফ্রম বাংলাদেশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৬৭. ডেভেলপিং বিজনেস সার্ভিসেস মার্কেটস ইন বাংলাদেশ (ফেজ-২)

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৬৮. চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী এবং রংপুর এর পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন

বিদ্যুৎ বিভাগ

৬৯. ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং ও ২নং ইউনিট পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ (সংশোধিত)
৭০. চাদপুর ১৫০ মে:ও: কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা (সংশোধিত)
৭১. সিদ্ধিরগঞ্জ ২*১২০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
৭২. বিবিয়ানা-কুমিল্লা (উত্তর) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন
৭৩. সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প ও সোলার হোম সিস্টেম
৭৪. স্ট্রেংদেনিং ডেসকোস ইলেকট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক (সংশোধিত)
৭৫. আপগ্রেডিং এন্ড এক্সপান্ডিং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন গুলশান সার্কেল (সংশোধিত)
৭৬. সেক্টর এসেসমেন্ট অন পাওয়ার সিস্টেম ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৭৭. এনহ্যান্সমেন্ট অব রিসার্চ ফ্যাসিটিলিটি অব এনআইবি
৭৮. ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস স্থাপন
৭৯. জয়পুরহাট ইনস্টিটিউট অব মাইনারিং মিনারোলজি এন্ড মেটালার্জি শক্তিশালীকরণ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৮০. ইম্প্রুভমেন্ট অব ক্যাপিটাল মার্কেটস গভার্ন্যান্স প্রজেক্ট
৮১. সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট

ভূমি মন্ত্রণালয়

৮২. ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভেস এন্ড মর্ডানাইজেশন অব ক্যাডাস্ট্রাল মেপস স্ট্রং, প্রিজারভেশন এন্ড রিট্রাইভাল সিস্টেম প্রকল্প
৮৩. ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিসী ও নিম্নবিত্তদেরকে ঢাকায় সরকারি জমিতে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন প্রকল্প

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৮৪. আঞ্চলিক মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল অঞ্চা) (১ম সংশোধিত)
৮৫. ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
৮৬. আঞ্চলিক মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (নোয়াখালী অঞ্চা)
৮৭. ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনি টেস্ট (২য় পর্যায়)
৮৮. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রিপিয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
৮৯. ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
৯০. পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদীখনন সেচ সুবিধা এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প
৯১. বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৯২. ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মনিটরিং চাইল্ড রাইটস্
৯৩. নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন
৯৪. ট্রেনিং ফর ডিজএডভানটেজড ওমেন অন রেডিমেড গামেন্টস এ্যাট শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ওমেন ট্রেনিং একাডেমী, জিরানী, গাজীপুর
৯৫. জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৯৬. প্রিপারিটরী একটিভিটিজ টু ডেভেলপ এন্ড ইমপ্লিমেন্ট ইনেবলিং ওপেন গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট (ইওজিপি)

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৯৭. মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সময়ের স্থানগুলোর সংরক্ষণ সংশোধিত

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৯৮. কমনওয়েলথ্ ইয়ুথ প্রোগ্রাম টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার (সি.ওয়াই.পি.টি.ই.সি) অন হুইলস্ ফর ডিসেনফ্রান্সাইড্ রুরাল ইয়াং পিপল ফর বাংলাদেশ
৯৯. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচিভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ

রেলপথ মন্ত্রণালয়

১০০. বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী-রোহনপুর বর্ডার এবং আমনুরা-চাঁপাইনবানগঞ্জ সেকশনসমূহ পুনর্বাসন
১০১. বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশনের পুনর্বাসন
১০২. বাংলাদেশ রেলওয়ের গৌরীপুর-জারিয়া ঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ সেকশনের পুনর্বাসন
১০৩. বাংলাদেশ রেলওয়ের পূবাঞ্চলের ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই এসআরভি-চট্টগ্রাম সেকশনের পুনর্বাসন

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১০৪. পলিসি এ্যাডভোকেসি এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম প্রজেক্ট
১০৫. ইমপ্লিমেন্টেশন অব সিইডিএ ডব্লিও ফর রিভিউচিং ভায়োলেন্স এ্যাগেইনস্ট উইমেন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১০৬. প্রোমোটিং জেন্ডার ইকুয়্যালিটি এন্ড প্রিভেনটিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এ্যাট ওয়ার্কপ্লেস

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১০৭. অবকাঠামো সংস্কারসহ ২৪তম এশীয় প্রশান্তমহাসাগরীয় আঞ্চলিক স্কাউট সম্মেলন
১০৮. ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ উন্নয়ন
১০৯. এনহান্সমেন্ট অব আইসিটি ট্রেনিং ইন বাংলাদেশ-কোরিয় আইসিটি ট্রেনিং সেন্টার ফর এডুকেশন (বিকেআইসিটিই) ব্যানবেইস এন্ড ষ্ট্রেদেনিং এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট নেটওয়ার্ক অব মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন
১১০. বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
১১১. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল নির্মাণ
১১২. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন
১১৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন
১১৪. ১০টি স্নাতকোত্তর কলেজে আইসিটি কোর্স প্রবর্তন
১১৫. চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরী সুবিধাদি আধুনিকীকরণ
১১৬. কনজারভেশন অব ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট এ্যাট দি পোটেনসিয়াল জেনেটেক রিসোর্স ইন বাংলাদেশ, বাকৃবি
১১৭. ফরমুলেশন অব বায়ো-পেস্টিসা ইডস ইন কন্ট্রোলিং ফোমপসিস ফ্রন্ট রোট, ফুট/কলার রোট এন্ড ফুট বোরার অব এগপ্ল্যান্ট,বাকৃবি
১১৮. স্টাডিজ অন দি ডিগ্রেশন অফ আপল্যান্ড ওয়াটার শেড ইন বাংলাদেশ
১১৯. ইন ভিট্রো রিজেনারেশন অব অর্কিডস ফর কমার্সিয়াল প্রোডাকশন এন্ড কনজারভেশন অব এনডেন্জার্ড স্পিসিস, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
১২০. স্মল স্কেল টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ইন হায়ার এডুকেশন
১২১. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (২য় ব্লক) নির্মাণ

শিল্প মন্ত্রণালয়

১২২. ফাটিফিকেশন অব এডিবল ওয়েল ইন বাংলাদেশ
১২৩. বেনারসী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর
১২৪. বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লিমিটেড
১২৫. ইস্টাবলিষ্টমেন্ট অব এন অরগানিক বায়ো-ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট ফরম প্রেস-মাড এ্যাট কেরুস সুগার মিল

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১২৬. এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ৬টি বিভাগে ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন
১২৭. শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ নির্মাণ (১ম পর্যায়)
১২৮. সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ফর সোসালি ডিজএডভান্টেইজড ওমেন এন্ড গার্লস
১২৯. সাপোর্ট সার্ভিস ফর ভালনারেবল গ্রুপ
১৩০. এ্যাস্টাবলিশিং অফ ডিবিকেপি কমিউনিট হসপিটাল এন্ড ভোকেশনার ট্রেইনিং সেন্টার ফর ভালনারেবল স্লাম ডুয়েলার্স
১৩১. এস্টাবলিশমেন্ট অব লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট ইন বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এ্যাসেসিয়েশন (বিএডিএস)
১৩২. এমপ্লিমেন্টেশন অফ ইউএন কনভেনশন অন দ্যা রাইটস অফ পারসনস উইথ ডিজ্যাবিলিটিস (ইউএনসিআরপিডি)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৩৩. দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৪৬ টি উপজেলা সদরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ষ্টেশন স্থাপন
১৩৪. কনস্ট্রাকশন অব ন্যাশনাল ক্রাইম কন্ট্রোল এন্ড অপারেশন মনিটরিং বিল্ডিং
১৩৫. প্রকিউরমেন্ট অব মডার্ন ইকুপমেন্ট এন্ড ফেসিলিটিজ ফর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
১৩৬. সৌর শক্তির মাধ্যমে ১৬৫ বিওপি বিদ্যুৎতায়ন

সড়ক বিভাগ

১৩৭. চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ
১৩৮. জেলা সড়ক উন্নয়ন (চট্টগ্রাম জোন)
১৩৯. বহদ্দারহাট থেকে ৩য় কর্ণফুলী সেতুর এ্যাপ্রোচ পর্যন্ত সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ
১৪০. চট্টগ্রাম বন্দর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন (সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর)

১৪১. খাগড়াছড়ি-রাংগামাটি-বান্দরবান সড়ক উন্নয়ন (খাগড়াছড়ি-মহলছড়ি-খাগড়া অংশ, সড়ক ও জনপথ (সংশোধিত অননুমোদিত)
১৪২. বাংলাদেশ-মায়ানমার সংযোগ সড়ক প্রকল্পের ডিজাইন ফেজের স্টাডি ও ডিজাইন
১৪৩. সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২ (সওজ অংশ)
১৪৪. মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন গোলড়া-সাটুরিয়া সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ৬টি সেতু নির্মাণ
১৪৫. সিলেট-জকিগঞ্জ (চরখাই-জকিগঞ্জ) সড়ক উন্নয়ন
১৪৬. জেলা সড়ক উন্নয়ন (সিলেট জোন)
১৪৭. সিলেট-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়কের ১০টি সেতু নির্মাণ
১৪৮. ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের চৌমুহনী বাজার অংশ ৪ লেনে উন্নীতকরণ
১৪৯. কুমিল্লা-বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া-মিরপুর সড়কের ৩য় কিঃ মিঃ-এ পিসি গার্ডার সেতু (পালপাড়া সেতু) নির্মাণ
১৫০. জেলা সড়ক উন্নয়ন (রংপুর জোন)
১৫১. সাদুল্লাপুর-নবাবগঞ্জ সড়কের ২৭ কিঃ মিঃ এ (কাঁচদহ ঘাটে) করতোয়া নদীর উপর প্রি-ষ্ট্রেসড গার্ডার সেতু নির্মাণ
১৫২. রংপুর-বদরগঞ্জ-পার্বতীপুর সড়ক প্রশস্থকরণ ও শক্তিশালীকরণ
১৫৩. পাবনা শহরের বিদ্যমান সড়কের পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ ও মিডিয়ান নির্মাণ (বাস টার্মিনাল থেকে ঘাসপাড়া)
১৫৪. আতাইকুলা-সুজানগর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (সেতু নির্মাণসহ) প্রকল্প
১৫৫. শেরপুর-ধুনট-কাজীপুর-সিরাজগঞ্জ সড়কের ৯ম কিমিতে বথুয়াবাড়ীতে পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ
১৫৬. টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর রোড সেফটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রামস
১৫৭. টাংগাইল-এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর সেতু নির্মাণ
১৫৮. কিশোরগঞ্জ-নিকলী সড়ক উন্নয়ন (মোহরকোনা সংযোগসহ)
১৫৯. ময়মনসিংহ শহর বাইপাস সড়কের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ
১৬০. ১.০২৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দৌলতদিয়া ফেরীঘাট এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ এবং দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা মহাসড়কের প্রথম ২.৫০ কিঃমিঃ সড়কাংশ ২ লেন হতে ৪ লেনে উন্নীতকরণ
১৬১. ফরিদপুর শহরস্থ সওজ অধিদপ্তরের সড়ক উন্নয়ন
১৬২. গোপালগঞ্জ জেলার ১৬টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
১৬৩. মিরপুর বিমান বন্দর সড়কের ফ্লাইওভার এবং বনানী রেল ক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ
১৬৪. বিদ্যমান মেঘনা সেতু ও গোমতি সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প

সরকারি কর্ম কমিশন

১৬৫. ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ের কমপ্লেক্স নির্মাণ (২য় পর্ব)

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৬৬. লালবাগ কেল্লার সংস্কার সংরক্ষণ ও লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ এবং মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রাচীন কীর্তির সংস্কার ও সংরক্ষণ
১৬৭. ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট টু নন-গভঃ লাইব্রেরিজ
১৬৮. ট্রেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর লংটার্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড বেস্ট প্রাকটিস কনজারভেশন ফর দি প্রিজারভেশন অফ কালচারাল হেরিটেজ সাইটস এন্ড ওয়াল্ড হেরিটেজ প্রোপারটিজ ইন বাংলাদেশ (ইউনেস্কো সহায়তা)

স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৬৯. স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পানি সরবরাহ প্রকল্প
১৭০. জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
১৭১. বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প
১৭২. অঞ্চল-৬ এর অধীন ৪২ নং ওয়ার্ডের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মোহাম্মদপুর এর আদাবর এলাকায় রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন
১৭৩. সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প
১৭৪. দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (আরআইআইপি-২) (বিশেষ সংশোধিত)
১৭৫. রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেনেন্স প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)
১৭৬. ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (১ম সংশোধিত)
১৭৭. ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি.বাড়ীয়া জেলা) (১ম সংশোধিত)
১৭৮. পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্রগ্রাম
১৭৯. সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ রোড উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
১৮০. নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহাস-তারাস (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন
১৮১. চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগা ভায়া বটতলী জিসি-গাবতলী জিসি (চেইঃ০০-৭০১০ মিঃ) সড়ক উন্নয়ন
১৮২. ভোলা বাসস্ট্যান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন সংক্রান্ত

১৮৩. ফিজিবিলিটি স্টাডি এন টার্ম অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজিক্যাল স্টাডি, ইকোনমিক এ্যানালাইসিস, এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং ট্রপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ৫ (ফাইভ) নং লার্জ ব্রিজেজ ইন নড়াইল, গাইবান্ধা, চিটাগাং এন্ড মাগুরা ডিসট্রিক্ট

১৮৪. ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্ম অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজিক্যাল স্টাডি, ইকোনমিক এ্যানালাইসিস এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং ট্রপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ৫ (ফাইভ) লার্জ ব্রিজেস ইন জামালপুর ডিসট্রিক্ট

১৮৫. ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্ম অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজিক্যাল স্টাডি, ইকোনমিক এ্যানালাইসিস এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং ট্রপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ৫ (ফাইভ) লার্জ ব্রিজেস ইন নেত্রকোণা ডিসট্রিক্ট

১৮৬. ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্ম অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজিক্যাল স্টাডি, ইকোনমিক এ্যানালাইসিস এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ৩ (থ্রি) লার্জ ব্রিজেস নঁওগা এন্ড মানিকগঞ্জ ডিসট্রিক্ট

১৮৭. রংপুর বিভাগের অন্তর্গত ৬টি নদীর উপর দীর্ঘ সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প

১৮৮. বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ

১৮৯. টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর এক্সটেন্ডেড মিউনিসিপাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম এন্ড প্রিপারেশন এন্ড মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট-২

১৯০. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় শহরের পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও সানিটেশন ব্যবস্থায় দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

১৯১. চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

১৯২. সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট (ফেজ-২) রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম

১৯৩. সলাটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ

১৯৪. বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পরিবেশ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)

১৯৫. গার্ভেজ কালেকশন, ডিসপোজাল এন্ড ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট

১৯৬. চট্টগ্রাম ওয়াসার জরুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প

১৯৭. খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন

১৯৮. ইনস্টলেশন অব লাইট ইমিটিং ডায়েট (এলইডি) স্ট্রীট লাইটিং সিস্টেম ফর রিডিউসিং অব এনার্জি কনজাম্পশন

১৯৯. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভৌত অবকাঠামো ড্রেনেজ ও পানি সরবরাহ ব্যবহার উন্নয়ন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২০০. ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস স্থাপন (সংশোধিত)

২০১. ইএনটি এন্ড হেড নেক ক্যান্সার হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন

পরিশিষ্ট-২

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) :

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর মূল্যায়ন সেক্টর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত প্রকল্প সমূহের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণামূলক কাজ বিধায় এ কাজ যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫টি উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই করা হয়, যার মধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক পরিচালিত ১০টি, ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক পরিচালিত ৪টি এবং মূল্যায়ন সেক্টরের কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে পরিচালিত ১টি প্রকল্প। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নির্ধারিত যে ১৫টি প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হয়েছে, তা নিম্নে **সারণী ১, সারণী- ২ এবং সারণী-৩** -এ দেয়া হলো।

সারণী - ১

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক পরিচালিত ১০টি সমীক্ষার নামঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়দকাল		প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		সমীক্ষা পরিচালনাকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম)
		থেকে	পর্যন্ত	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	
০১।	ঢাকা শহরের চারদিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ চালুকরণ (১ম ও ২য় পর্যায়)। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।	(১ম পর্যায়) ০১/০৭/২০০০ (২য় পর্যায়) ০১/০৭/২০০৭	(১ম পর্যায়) ৩০/০৬/২০০৫ (২য় পর্যায়) ৩০/০৬/২০১৩	৯০৫৪.০০	-	সমাহার কনসালটেন্টস লিমিটেড।
				মোটঃ ৯০৫৪.০০		
০২।	প্রকিউরমেন্ট অব সিএনজি সিঙ্গেল ডেকার বাসেস ফর বিআরটিসি আন্ডার এনডিএফ লোন। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি),সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।	০১/০৭/২০০৮	৩০/০৬/২০১১	২৭৪৯.০০	৯৫০০.০০	দোবে ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।
				মোটঃ ১২২৪৯.০০		
০৩।	চর জীবিকায়ন কর্মসূচী (সিএলপি)১ম পর্যায়। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং ডিএফআইডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।	০১/০৭/২০০৩	৩০/০৬/২০১১	৯০৩.৯৪	৬৫৮৪৫.৮৯	ক্রান্তি এসোসিয়েট লিমিটেড।
				মোটঃ ৬৬৭৪৯.৮৩		
০৪।	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থায় দশ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ বিভাগ,	০১/০৭/২০০৬	৩০/০৬/২০১২	২৫১৬৬.৭০	৯৬০৯.১০	আইআরজি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড।
				মোটঃ ৩৪৭৭৫.৮০		

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়দকাল		প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যায় (লক্ষ টাকায়)		সমীক্ষা পরিচালনাকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম)
		থেকে	পর্যন্ত	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	
	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।					
০৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের গৌরীপুর-জারিয়াঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ -মোহনগঞ্জ সেকশনের পুনর্বাসন। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলপথ মন্ত্রণালয়।	০১/০১/২০০৮	০১/০৬/২০১৩	১৮০৯০.২২	-	পাথমার্ক এ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড।
				মোটঃ ১৮০৯০.২২		
০৬।	গুনগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্বিকল্পে সুযোগ সুবিধাদি আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণ। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়।	০১/০৭/২০০৬	৩০/০৬/২০১১	৩০৬১২.৮৯	-	সেন্টার ফর রিসোর্স ডেভেলাপমেন্ট স্টার্ডিস লিমিটেড।
				মোটঃ ৩০৬১২.৮৯		
০৭।	বাংলাদেশে ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণ। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ শিল্প মন্ত্রণালয়।	০১/০১/২০১০	৩০/০৬/২০১৩	৩১৮.০১	২১০৪.১৯	ইজেন কনসালটেন্টস এসোসিয়েশন উইথ ক্রিয়েটিভ কনসালটিং লিমিটেড।
				মোটঃ ২৪২২.২০		
০৮।	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়নঃ ২৬। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।	০১/০৭/২০০৩	৩০/০৬/২০১২	৮৭২৮২.২২	১৭২৯৭৬.৯৮	এনভয়রনমেন্ট, এগ্রিকালচ্র এ্যান্ড ডেভেলপসেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড।
				মোটঃ ২৬০২৫৯.২০		
০৯।	দ্বিতীয় আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।	০১/০৭/২০০৫	৩০/০৬/২০১২	১২২৪০.০০	৪৯৭৬৯.২০	ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েট।
				মোটঃ ৬২০০৯.২০		

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়দকাল		প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যায় (লক্ষ টাকায়)		সমীক্ষা পরিচালনাকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম)
		থেকে	পর্যন্ত	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	
১০।	পাবর্ত্য চট্রগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন (২য় পর্যায়)। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ পাবর্ত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পাবর্ত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	০১/০১/১৯৯৬	৩০/০৬/২০১২	১২০৯০.৭৭	১০৮২৪.২৩	ডেভেলপমেন্ট টেকনিক্যাল কনসালটেন্টস (প্রাঃ) লিমিটেড।
				মোটঃ ২২৯১৫.০০		

সারণী – ২

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক পরিচালিত ৪টি সমীক্ষার নামঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়দকাল		প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যায় (লক্ষ টাকায়)		সমীক্ষা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পরামর্শক
		থেকে	পর্যন্ত	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	
০১।	আনোয়ারা-বাঁশখালী-চকোরিয়া সড়ক উন্নয়ন। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।	০১/০৭/২০০২	৩০/০৬/২০১২	৫৮১৩.৬৫	-	জনাব মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্
				মোটঃ ৫৮১৩.৬৫		
০২।	নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।	০১/০৭/২০০৪	৩১/১২/২০০৯	১৫৯৫৮.২৮	-	ড. এম. এম আমির হোসেন
				মোটঃ ১৫৯৫৮.২৮		
০৩।	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর মাদ্রাসা এডুকেশন। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।	০১/০৭/২০০৯	৩০/০৬/২০১১	১২৩.৫৬	৬৮৬.৪৪	ড. মোঃ আবদুস সাত্তার
				মোটঃ ৮১০.০০		
০৪।	জেলা পাবলিক লাইব্রেরিসমূহের উন্নয়ন -৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	০১/০৭/২০০৫	৩০/০৬/২০১২	১২২৮৩.৩৬	-	মোঃ হাবিব উল্লাহ মজুমদার
				মোটঃ ১২২৮৩.৩৬		

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মূল্যায়ন সেক্টরের কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে পরিচালিত ১টি সমীক্ষার নামঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়দকাল		প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যায় (লক্ষ টাকায়)		সমীক্ষা পরিচালনাকারী
		থেকে	পর্যন্ত	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	
০১।	জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	০১/০৭/২০০৮	৩০/০৬/২০১৩	১৬৭৫.৪৭	-	মূল্যায়ন সেক্টরের সকল কর্মকর্তা।
				মোটঃ ১৬৭৫.৪৭		

সমীক্ষায় উল্লিখিত সুপারিশসমূহের বিস্তারিত বিবরণঃ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক পরিচালিত ১০টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
০১।	ঢাকা শহরের চারদিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ চালুকরণ (১ম ও ২য় পর্যায়)।	১। আন্তমন্ত্রণালয়ের (BIWTA & BIWTC) সমন্বয় প্রয়োজন। ২। নিয়মিতভাবে নদী খনন করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের মনিটরিং ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে। ৩। বৃত্তাকার নৌ-পথের উভয় পাড়ে হাঁটার রাস্তা নির্মাণ এবং ঘাটগুলোর সাথে অভ্যন্তরীণ লিংক রোড তৈরি করতে হবে। ৪। প্রকল্প এলাকার সৌন্দর্য বর্ধন করতে হবে (পায়ে চলার পথ ও বসার স্থান উনড়বত করা এবং গাছ লাগানোর মাধ্যমে পাড় রক্ষাসহ সৌন্দর্ড বর্ধন করা)। ৫। সিনিড়বরটেক থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত দখলকৃত নদী জরুরিভাবে পুনরুদ্ধার করতে হবে। ৬। বেইসলাইন সমীক্ষার আলোকে টঙ্গী রেলওয়ে ব্রিজ এমনভাবে পুনঃনির্মাণ করতে হবে, যাতে কার্গোসহ অন্যান্য নৌযান কোনো বাধা ছাড়া চলাচল করতে পারে। ৭। বৃত্তাকার নৌ-পথের চারদিকে নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন করতে হবে। ৮। নগরবাসীকে নৌ-পথে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাপকভিত্তিক প্রচারণা চালাতে হবে। ৯। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজের জন্য বেইসলাইন সমীক্ষা পরিচালনা করার প্রয়োজন রয়েছে।
০২।	প্রকিউরমেন্ট অব সিএনজি সিঙ্গেল ডেকার বাসেস ফর বিআরটিসি আন্ডার এনডিএফ লোন।	**স্বল্প মেয়াদী সুপারিশসমূহ** ১। বাসগুলো কেনা হয়েছে সুদযুক্ত ঋণের মাধ্যমে সরকার বা বিআরটিসিকে তা ফেরত দিতে হবে। যদি লাভ নাও করা যায়, কমপক্ষে লাভ-লোকসান সমান এমনভাবে (Break Even Point) পরিচালনা করা দরকার। ২। বাস চলাচলের লগ বুক পরীক্ষা পূর্বক এবং কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটা অনুসরণ করে বর্তমান কাজের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাস কোম্পানি প্রদত্ত ওয়ার্কশপ নির্দেশিকা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। ৩। সময়মত বাস পরিচালনা, টিকিট নিশ্চিত করণ, অধিক যাত্রী বহন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, কাউন্টার ভিত্তিক চলাচল বিষয়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং (Real time monitoring) করা। **মধ্যমেয়াদী সুপারিশসমূহ** ১। বিআরটিসি এবং বেসরকারি বাসের সার্বিকভাবে পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, সহজীকরণের উদ্দেশ্যে সরকারকে খসড়া পরিচালনা ও মনিটরিং সংক্রান্ত নীতিমালা বা পদ্ধতির অবতারণা করতে হবে। পাশাপাশি নীতিমালা বা পদ্ধতি মানার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ বা বলপ্রয়োগ করতে হবে। ২। বিআরটিসিতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে Feasibility Study করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক পরিচালিত ১০টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
		মনিটরিং ইউনিট স্থাপন করে নিয়মিত জরিপ, প্রয়োজনীয়তা যাচাই, গবেষণা/মূল্যায়ন কার্যক্রম চালু করতে হবে। ৩। বিআরটিসি'র লোকবলকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত (যেমনঃ লাল, নীল) করে প্রতিযোগীতার পর্যায়ে আনতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেকানিকদের কাজে লাগিয়ে ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করতে হবে। ৪। ডিজিটাল টিকিট সিস্টেম চালু, টিকিটে উল্লিখিত গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যাত্রা এবং ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অধিক যাত্রী বহন না করা। দীর্ঘমেয়াদী/কৌশলগত সুপারিশসমূহ ১। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আরও বাস ক্রয় করতে হবে যেন জনগণ পর্যাপ্ত সেবা পায়। বাংলাদেশের সাথে মানানসই, দীর্ঘস্থায়ী ও উপযুক্ত দিক্তল বাস ক্রয় করা যেতে পারে। শুধুমাত্র কমদাম বিবেচনায় বাস ক্রয় করার উপর জোর দিতে হবে। ২। সংকট মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করে Transport Architecrure গঠন করা। এছাড়াও ক্রয় পূর্ব ও পরবর্তী পর্যায়ে কারিগরি বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বুয়েট/বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে স্পেসিফিকেশন যাচাই করে প্রতিবেদন প্রদান। ৩। দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে উদ্যোক্তা ও যুব সমাজকে শহরের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ট্রাফিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে টেকসই ধারনা/প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ ও সুযোগ করে দিতে সরকার/বিআরটিসিকে পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি পিপিপি-এর মাধ্যমে বেসরকারী খাতকে যুক্ত করে বাসগুলোর সঠিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। ৪। প্রকল্প ভিত্তিক কাজে কর্মকর্তাদের জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান ও মূল্যায়ন করা। ৫। আধুনিক মেরামত সরঞ্জাম ব্যবহার করে সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে। বর্তমানে যারা নবীন তাদেরকেও ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যেন কেউ চাকরি ছাড়তে বা অবসর গ্রহণ করলেও দক্ষ মানব সম্পদের অভাব না হয়। ৬। ভবিষ্যতে ক্রয়কালীন সময়ে ১লক্ষ কিলোমিটার চলাচলের জন্য যত প্রকার খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় করা প্রয়োজন তা কিনে মজুদ রাখতে হবে। ৭। সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই প্রকল্পের কার্যক্রম শহরের প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক ছিল তাই ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক পরিচালিত ১০টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
০৩।	চর জীবিকায়ন কর্মসূচী (সিএলপি)১ম পর্যায়।	১। এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এ ধরনের আরও প্রকল্প দেশের বিভিন্ন স্থানে পুনরাবৃত্তি করার আগে আরও নিবিড়ভাবে গবেষণা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন। তাছাড়া প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্যে, রিপোর্ট এবং উপদেষ্টাদের কাজ পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। ২। বরাদ্দকৃত সমস্ত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণকে সজাগ থাকতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোপুরি ব্যয় করতে পারলে এলাকার জনগণ আরও বেশি উপকৃত হতে পারতো এবং সঠিকভাবে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হতো। ৩। ভবিষ্যতে একই প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের ক্রয় নীতিমালা মেনে চলা উচিৎ। ৪। ডিপিপি অনুযায়ী সিএলপিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সেবা প্রদান কার্যক্রমে চালু ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন ধরনের অংশীদারিত্ব ছিল না। তাই ভবিষ্যতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সুনিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। ৫। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিয়মিত আয়ের পথ সুগম করার লক্ষ্যে পরবর্তী প্রকল্পে নানাবিধ আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে ও সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৬। প্রকল্প এলাকায় সুবিধাবোগীদের উৎপাদিত পণ্য যাতে সহজতরভাবে বাজারজাতকরণ করতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কেননা উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাতকরণ করতে না পারলে পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তি থেকে উৎপাদনকারীরা বঞ্চিত হন। ফলে প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্থ হয়। ৭। দূরবর্তী ও দূর্গম চরাঞ্চলে মাঠকর্মদের সঠিক ও সফলভাবে কাজ করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের যথাযথ নজর রাখা অত্যন্ত জরুরী। দূরবর্তী চরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মটর সাইকেল, ইঞ্জিনবোট সুবিধা এমনকি প্রয়োজনে দূর্গম চরগুলোতে ছোট ছোট ইউনিট অফিস খোলা প্রয়োজন যাতে কর্মীরা নির্বিঘ্নী কাজ করতে পারে এবং যাতায়াতে অহেতুক সময় নষ্ট না হয়। ৮। প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য ও সুবিধাভোগীরা যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সুবিধা পেয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালু রাখতে হবে।
০৪।	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থায় দশ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ।	১। **দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সংযোগের ব্যবস্থাঃ** সুদূর প্রসারী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যৌবস্থা করা। যে সমস্ত এলাকায় বিদ্যুতায়ন হয়নি, সেই সব এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অধিক সংখ্যক বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের পূর্বশর্ত হল অধিক হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা, সঞ্চালন ও বণ্টন নেটওয়ার্ক তৈরি করা। ২। **বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণঃ** বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকার গৃহীত উচ্চ ভোল্টেজ সঞ্চালন লাইনের বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণের ক্ষেত্রে আরইবি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা। ৩। **বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণ লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণঃ** সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন পুরাতন হওয়ায় এবং বিতরণ ট্রান্সফরমারগুলি ওভারলোডেড থাকায় সঞ্চালন ও সরবরাহ লাইনে বিদ্যুৎ থাকলেও গ্রাহকদের লোডশেডিংয়ের কবলে পড়তে হয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার স্থাপনের পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ অপরিহার্য। ৪। **ডিজিটাল মিটার স্থাপন করাঃ** বিদ্যুতের অপচয় রোধ, অবৈধ ব্যবহার বন্ধ এবং অধিকতর সঠিক বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিতকরণকল্পে বর্তমান ইলেকট্রিক মিটার পরিবর্তন করে ডিজিটাল/প্রি-পিইড মিটার স্থাপন করা।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক পরিচালিত ১০টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
		৫। **বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা মনিটরিং করাঃ** নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সার্বক্ষণিক মনিটরিং আরও নিবিড় করা। ৬। **সাব-ষ্টেশনসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করাঃ** উপকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি ও জনবলের নিরাপদ দায়িত্ব পালন ও পরিচালনার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ৭। **অবৈধ সংযোগ কর্তনঃ** পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পক্ষ থেকে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারী ও প্রদানকারীকে সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেমন, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও শাস্তি বিধান অব্যাহত রাখা। প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ টিম-গঠন করা। ৮। সংযোগ প্রদানে গ্রাহকদের নিকট থেকে যাতে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া না হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া। ৯। **পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবহার সমপর্কে গণসচেতনা বৃদ্ধিঃ** বিদ্যুৎ অপচয় রোধ করার জন্য প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর আওতায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সভা, সেমিনার ও গণসংযোগের ব্যবস্থা করা। ১০।**রাত্রিকালীন মনিটরিং ব্যবস্থা এবং ভ্রাম্যমান আদালত গঠনঃ** অবৈধ সংযোগ চিহ্নিত করার জন্য রাত্রিকালিন মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদান করা। অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর শাস্তিনিশ্চিতকরণের লক্ষে একইভাবে ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করা। ১১।**এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিঃ** ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রয়োজন ছাড়া বিদ্যুৎ ব্যবহার না করা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। ১২।**পিক-লোড সময়ে সেচ পাম্প ও মটরচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করাঃ** ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ ও সেচ পাম্পের নিরাপত্তার স্বার্থে পিক-লোড সময়ে সেচ যন্ত্র ও মটর চালিত যন্ত্র ব্যবহার না করার জন্য পল্লীজনগোষ্ঠীকে সচেতন করা। ১৩।**প্রকল্পের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রমঃ** বিদ্যুৎ সরবরাহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির যথাসময়ে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ এর ব্যবস্থা করা ও এগুলোর যথাযথ মনিটরিং করা।
০৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের গৌরীপুর-জারিয়াঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ - মোহনগঞ্জ সেকশনের পুনর্বাসন।	**গৌরীপুর-জারিয়াঝাঞ্জাইল ও শ্যামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ সেকশন দুটির জন্য সুপারিশমালা** ১। অধিকাংশ স্টেশনের বিশ্রামাগার প্রায় সময় তালা বন্ধ অবস্থায় থাকে। যাত্রীরা যাতে বিশ্রামাগার ব্যবহারের সুযোগ পায় সে বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখতে হবে। স্টেশনের টয়লেটগুলো ব্যবহারের উপযোগী রাখতে হবে। ২। যাত্রী অনুপাতে ট্রেনের সংখ্যা কম হওয়ায় যাত্রীদের সুবিধার্থে সকল ট্রেনের বগির সংখ্যা বাড়াতে হবে। ৩। হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনের জনপ্রিয়তা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ট্রেনের চাহিদা মেটাতে ট্রেনের যাত্রী বহন ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। ৪। মোহনগঞ্জ ঘাট হতে পাথর, বালু, মৎস্য ও উৎপদিত কৃষি দ্রব্যাদি পরিবহণের ট্রেনে ওয়াগন বাড়ানোসহ, মোহনগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত বর্ধিত রেল লাইন স্থাপনের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। ৫। রেল লাইনের লেভেল ক্রসিং-এ উন্নতমানের গেট স্থাপন ও গেটম্যান নিয়োগের উপর গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। ৬। সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা, তাহেরপুর এবং নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর, কলমাকান্দা, ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলাসমূহের হাওড় এলাকার জনসাধারণ মোহনগঞ্জ স্টেশন ব্যবহার করে। এই স্টেশনে যাত্রীদের চাপ বেশি থাকায় সিট ও বগির সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। ৭। বাংলাদেশ লেওয়ে শাখা সেকশনসমূহে ট্রেন ভ্রমণকে নিরাপদ করার জন্য প্রিভেনটিভ মেইনটিনেন্সের ব্যবস্থা নিতে পারে যাতে রক্ষণাবেক্ষণজনিত চোট চোট সমস্যা বড়

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক পরিচালিত ১০টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
		বড় সমস্যার সৃষ্টি না করতে পারে। রেল লাইনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আলাদা বাজেট থাকা প্রয়োজন। **সাধারণ সুপারিশমালা** ১। বাংলাদেশ রেলওয়ে পর্যায়ক্রমে অতি পুরাতন অবকাঠামোসমূহকে পুনঃনির্মাণ করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে পুনর্বাসন করা উচিত যাতে যাত্রীদের কাছে ট্রেনে ভ্রমণকে সবসময়ের জন্য আকর্ষণীয় করে রাখা যায়। ২। রেলওয়ে হলো একটি জ্বালানী এবং ভূমি ব্যবহারের সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই সবদিক বিবেচনায় রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যানকে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। ৩। এই যোগাযোগ ব্যবসথা পরিবেশের জন্য সড়ক যোগাযোগের থেকে অনেক কম ক্ষতিকর। এ বিষয়টি দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ৪। এই সমীক্ষার প্রাপ্ত একটি ফলাফল হলো যে এই সেকশন দুটিতে সঠিকভাবে ট্রেন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব প্রকট। এ অবস্থা সার্বিকভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল বিশেষ করে কারিগরি জনবলের স্বল্পতা বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে পূরণ করতে পারে যেস ব্যবস্থা নেয়া অত্যন্ত জরুরি। কারিগরি জনবলের স্বল্পতা পূরণে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে। ৫। রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজন বিশাল বিনিয়োগ এবং এর থেকে সুবিধা পেতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু এটি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার থেকে অনেক বেশি sustainable। দেশের যোগাযোগের জন্য দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে এই সেক্টরে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের উপর বিশেষ পর্যালোচনা হতে পারে। ৬। প্রকল্পটি চলাকালীন সময়ে পাঁচবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছিল। ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করলে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরী হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করার জন্য সুপারিশ করা হলো। ৭। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতায় ভুগছে। প্রতিবন্ধি যাত্রীদের জন্য বিশেষ ধরনের সেবার প্রয়োজন হয় এবং সাধারণ যাত্রীদেরকে প্রদত্ত সুবিধাদিকে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করে নিতে হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতির বাস্তবতায় সব স্টেশনে এবং ট্রেনে এই সুবিধা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে দু-একটি আন্তনগর ট্রেনে এ সুবিধার ব্যবস্থা করা যায়। চলাফেরায় অসমর্থ লোক লোকজনের জন্য স্টেশনে ট্রেনে উঠানামার জন্য বিশেষ portable র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করা যায়। একদুটি আন্তনগর ট্রেনে অন্তত একটি করে বগিতে হুইল চেয়ার যেন accessible হয় সে রকম space এবং টয়লেটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রথম অবস্থায় প্রথম ও শেষ স্টেশনে এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৮। রেলওয়ের পুনর্বাসন পূর্তকাজ প্রধান। পূর্তকাজের উপর জলবায়ু ও ঋতুর প্রভাব। সঠিক সময়ে বাজেট না পাওয়ায় এবং তার সাথে বর্ষাকালের প্রভাব যুক্ত হয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রায় দেড় বছর সময় বেশি লেগেছে। এর ফলশ্রুতিতে টেলিকমিউনিকেশ এবং সিগন্যালিং এর কাজ বাস্তবায়ন করতে সতের মাস দেরী হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে এই ধরণের বিলম্ব পরিহার করতে হবে। ৯। মূল কাজের ক্রয় প্রসেস করতে সময় লেগেছে প্রায় দশমাস। ক্রয় প্রক্রিয়া প্রসেস করতে এরকম বিলম্ব না হয় তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন।
০৬।	গুনগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্বিকল্পে সুযোগ সুবিধাদি আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণ।	১। বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বীজ গুদামজাতকরণ, বীজ পরীক্ষা ও বীজ সরবরাহ ইত্যাদির তথ্য শুধু রেজিষ্টারের পরিবর্তে, কম্পিউটারে বা উভয় স্থানে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। ২। বিএডিসি'র অনেক স্থাপনাতে বিশেষ করে খামারে অনেক পুরাতন/অকেজো যানবাহন/যন্ত্রপাতি যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখা যায়। অতি সত্তর অকেজো জিনিসপত্র

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক পরিচালিত ১০টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
		ডিসপোজ করার ব্যবস্থা করা উচিত। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি/যানবাহন মেরামত সম্ভব, সেগুলো তাড়াতাড়ি মেরামত করে ব্যবহার করা প্রয়োজন। ৩। প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহারের জন্য যথাযথ ব্যক্তি নির্বাচন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ৪। বিএডিসি'র গুণগত মানসম্মত বীজ উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য স্ব স্ব স্থানে জরুরীভাবে সঠিক জনবল নিয়োগ ও পদায়ন করা উচিত। ৫। কারিগরিভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে বিকল্প অভিজ্ঞ জনবলের ব্যবস্থা করে বদলি করাই শ্রেয়। ৬। বিএডিসি'র বিভিন্ন কেন্দ্রের মেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা উচিত। ৭। চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের সরবরাহকৃত বীজের মূল্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ৮। প্রকল্প চলাকালীন ধারাবাহিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক বদলী না করাই শ্রেয়। ৯। বিএডিসি কতৃক পরিচালিত সকল প্রশিক্ষণের জন্য ডাটা বেজ তৈরী করতে হবে, যাতে থাকবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর নাম, পদবী, প্রশিক্ষণের বিষয়, সময় কাল, প্রশিক্ষণের স্থান ও অর্থের উৎস। ১০।প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও ফলপ্রসু করতে হলে প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১১।প্রকল্পের ধারাবাহিকতা, Sustainability ও বীজের জাতীয় চাহিদাকে লক্ষ্য রেখে বিএডিসি'র বীজ উইংকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। সরকারি সহায়তার মাধ্যমে সংস্থার নিজস্ব আয় বর্ধন কার্যক্রম (IGA) গ্রহণ করতে পারে।
০৭।	বাংলাদেশে ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণ।	১। জনসচেতনতার অভাব ভিটামিন "এ" যুক্ত ভোজ্যতেল না খাওয়ার একটি অন্যতম কারণ। কাজেই জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা উচিত। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২। ভিটামিন "এ" সমৃদ্ধ তেল খোলা বাজারে সংরক্ষণের নিয়মকানুন খুচরা বিক্রেতাদের অবহিত করা ও প্রচার করার প্রক্রিয়াটি একটি চলমান প্রক্রিয়াতে পরিণত করা। ৩। জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান Micro-nutrient এর Status servey-এর মাধ্যমে মানুষের রক্তে সব ধরনের অনুপুষ্টির মাত্রা পরীক্ষার মাধ্যমে ভোজ্যতেলে ভিটামিন "এ" এর মাত্রা নির্ণয় করে প্রকৃত প্রভাব মূল্যায়ন করা। ৪। চলমান প্রকল্পের আওতায় নিরপেক্ষ সমীক্ষা এবং অডিট করা প্রয়োজন। এতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজ হবে। ৫। ভিটামিন "এ" সমৃদ্ধ Logo বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং রিফাইনারিগুলো Logo ব্যবহার করে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। ৬। ভিটামিন "এ" বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন মানুষের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু যে সকল মানুষদের ভিটামিন "এ" এর অভাব নেই তাদের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় গ্রহণের ফলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা যাতে না হয় সেই বিষয়টিতে প্রকল্পটির Phase-II চলাকালীন অবস্থায় অধিকতর গবেষণা করার কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। ৭। খুচরা বাজারে ভিটামিন "এ" সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলে ভিটামিন "এ" এর উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য আরো অধিক সংখ্যক নমুনা উৎপাদন হতে ১ বছর পর্যন্ত রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।
০৮।	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়নঃ ২৬।	**প্রকল্প সম্পর্কিত সুপারিশ** ১। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন, স্কুল কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কম হয়েছে। এসব কাজ একই এলাকায় বাস্তবায়নাধীন অন্য কোন প্রকল্প মারফত সম্পন্ন করা যেতে পারে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক পরিচালিত ১০টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
		২। প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগতমান বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভালো হলেও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত না হওয়ায় অবকাঠামোর অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে যেতে পারে। সেজন্য প্রকল্পে সম্পন্ন কাজসমূহ সুষ্ঠুতায় রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। ৩। স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ছিল না। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও এর মূল্যায়ন বিষয়ে তাদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে যাতে তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন। ৪। প্রকল্প মারফত নির্মিত অনেক সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল করছে। এসব সড়ক উন্নত ডিজাইন অনুযায়ী পূনর্নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত বড় রাস্তা থেকে স্থানীয় রাস্তায় প্রবেশ স্থলে প্রতিবন্ধকতা কাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে। ৫। রাস্তার স্লপ ও শোল্ডার ডিজাইনের তুলনায় কম পাওয়া গেছে। ঐসব ক্ষেত্রে অন্য প্রকল্প মারফত বা মেইনটেনেন্স ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে এর কাজ উন্নততর করা যেতে পারে। **পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সাধারণ সুপারিশ** ১। ভবিষ্যৎ প্রকল্পের পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের দিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ২। গ্রামীণ সড়কের ডিজাইন ভারী যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত নয়। ভবিষ্যৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিশেষত উপজেলা সড়ক আরও মানসম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়। ৩। বৃক্ষরোপণের সাথে বৃক্ষপরিচর্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সেজন্য স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, উপকারভোগী ও পার্শ্ববর্তী জমির মালিক সকলকে সম্পৃক্ত করা যায়। ৪। গ্রোথ সেন্টার, ঘাট, রাস্তা ইত্যাদি অবকাঠামো অনেক সময় প্রভাবশালীরা দখল করে নেয়। এই দখলবাজি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে স্ব-স্ব জেলার ডেপুটি কমিশনার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। ৫। একই প্রকল্পে অধিক সংখ্যক প্রকল্প পরিচালক কাজ করলে ধারাবাহিকতা রক্ষায় সমস্যা হয়। প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তন আবশ্যক হলে প্রকল্প পরিচালক পদায়নের সর্বশেষ সার্কুলার অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।
০৯।	দ্বিতীয় আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার।	১। ভবিষ্যতে সিটি কপোরেশন/পৌরসভার নিজস্ব জমিতে স্থায়ী PHCC ও CRHCC নির্মাণ করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে (Sustainable) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ প্রদানের জন্য অধিকতর গুরুত্ব দেয়া উচিত। ২। এখন থেকেই সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভায় এরূপ স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও নিজস্ব জনবল রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে PA NGO দ্বারা সেবা প্রদানের ব্যবস্থাও থাকতে পারে। ৩। ভবিষ্যতে PHCC ও CRHCC তে জনবল বৃদ্ধি (বিশেষ করে এনেসথেসিস্ট পদ সৃষ্টি), প্যাথলজি টেস্টের সুবিধা, পর্যাপ্ত ঔষধের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। ৪। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় শহরের বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণকে আরও সচেতন করে তোলা এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে অধিকহারে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা খুব জরুরি। ৫। কস্ট-রিকভারি সিস্টেম আরও জোরদার করে সরকারের ওপর আর্থিক চাপ কমানো যেতে পারে। সামর্থবান সেবা গ্রহণকারীগণের থেকে আয় করে অধিক সংখ্যক দরিদ্র সেবা গ্রহণকারীগণকে বিনামূল্যে সেবাদান অব্যাহত রাখা সম্ভব। ৬। PA NGO এর সক্ষমতা এরূপ প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ। PA NGO নির্বাচনে তাহাদের সক্ষমতা যথাযথ ভাবে যাচাই করা বাঞ্ছনীয়। PA NGO এর সক্ষমতা বজায় রাখা বা সক্ষমতা আরও বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্প থেকে সহায়তা প্রদান করা উচিত। ৭। BCCM প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রসারে সহায়ক এবং সুবিধাভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্থানীয় গণ্যমান্যদের সার্বিক সহায়তা এবং PA NGOদের কমিটমেন্ট ও কাজের মান উন্নয়নে এটা সহায়ক। ৮। বিনা মূল্যে সেবা পাওয়ার উপযুক্ততা সঠিকভঅবে পোভার্টি ম্যাপিং এর মাধ্যমে

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক পরিচালিত ১০টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
		নির্ধারণ করা এবং আয়সীমা যৌক্তিকভাবে বাড়ানো প্রয়োজন। ৯। লালকার্ড পেতে যারা যোগ্য নন কিন্তু পূর্ণমূলে সেবার ব্যবস্থা রাখলে একদিকে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও কস্ট রিকভারী কিছুটা বাড়ানো সম্ভব। এ বিষয়টি Piloting করা যেতে পারে। ১০।সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাকর্তৃক শহরের ধনী এবং দানশীল সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান থেকে (জমি, বাড়ি, অর্থ, ঔষধ, যন্ত্রপাতি) সহায়তা নিয়ে এরূপ সেবা পরিচালনা করতে পারে। ১১। টেকসই কিন্তু সহজ HMIS এরূপ প্রকল্পের জন্য খুবই প্রয়োজন।
১০।	পাবর্ত্য চট্রগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন (২য় পর্যায়)।	১। বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সম্প্রদায় গত চাহিদার ওপর ভিত্তি করে নতুন জরিপ প্রয়োজন। ২। প্রকল্পের গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে এলাকা-ভিত্তিক স্থানীয় অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রয়োজন। ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্গম অঞ্চলগুলোতে আরও ৪০০০ পাড়াকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অর্ধেকেরও বেশি জনগোষ্ঠীকে আয়ত্তে আনার লক্ষে প্রকল্পকে নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ৪। কিছু দুর্গম এলাকায় টিকাদান কর্মসূচির বিস্তৃতি আশানুরূপ নয়। যেহেতু দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো কঠিন সুতরাং ঐসকল এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ৫। পাড়াকেন্দ্রগুলো স্থানীয় সম্প্রদায়ের সমন্বিত সেবাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে পারে। এগুলোকে আরোও কার্যকর করা যায় যদি তাদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবার কেন্দ্র হিসেবে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারী নীতি সম্বলিত বৈধ কাঠামো (Legal Framework) অত্যন্ত জরুরি। ৬। পাড়া কর্মীদের জন্য চাকরীকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং বেতন ত্রৈমাসিকভাবে এবং চেকের ভিত্তিতে প্রদান না করে মাসিক ভিত্তিতে দেয়া উচিত। ৭। যেখানে পাড়াকেন্দ্র কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হয় তদসংলগ্ন এলাকায় এনজিও পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করতে দেয়া সমীচীন হবে না। এক্ষেত্রে দুর্গম এলাকায় যেখানে পাড়াকেন্দ্র নেই সেখানে এনজিওদের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে, তাহলে একই জায়গায় প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এড়ানো Duplication সম্ভব। ৮। পাড়াকেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্মসূচিকে প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নীত করে তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রয়োজন। ৯। এলাকাভেদে দুর্গমতা, জনগোষ্ঠীর আর্থিক অস্বচ্ছলতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং অন্যান্য অপ-সাংস্কৃতিক কারণে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে উল্লেযোগ্য পরিমাণ ছাত্র ঝরে পড়ে থাকে বলে তা রোধকল্পে প্রকল্প কর্তৃক আশু ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ১০।পাড়াকেন্দ্রগুলোতে শিক্ষা এবং অন্যান্য উপকরণ বৃদ্ধি করতে হবে। পাড়াকেন্দ্রগুলোতে ডিসপ্লেবোর্ড এবং আলমারি প্রদান করতে হবে। ১১। কিছু কিছু পাড়াকেন্দ্রের নিরাপদ পানির ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে। ১২।পাড়াকেন্দ্রের Permanent Building করতে হবে। পাড়াকেন্দ্রগুলো স্থানীয় শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পাকা অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং শিশুদের জন্য খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ করা প্রয়োজন। ১৩।Phase অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে পাড়াকেন্দ্রগুলোকে সরকারীভুক্ত করা যেতে পারে। ১৪। পাড়াকেন্দ্রের জমি রেজিস্ট্রি করতে হবে। ১৫।বাগান চর্চার ওপর প্রশিক্ষণ আবার চালু করা উচিত এবং পুষ্টিকর বিস্কুট পুনরায় বিতরণ করা উচিত।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক পরিচালিত ১০টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
		১৬।পাড়াকেন্দ্রের উচিত আয়ের পথ তৈরী করে বেকারত্ব হ্রাস করা এবং স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা সরাসরি চালু করা। ১৭।প্রাক-প্রাথমিকে স্থানীয় ভাষায় পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। প্রচারের জন্য বাংলা ভাষাই যথাযথ কিন্তু প্রকল্প সামগ্রী পৌঁছানোর জন্য স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ এবং বেশি করে ছবি ব্যবহার করা অধিকতর কার্যকর হতে পারে। ১৮।সঠিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের আন্তরিক মনোযোগ আনয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক পরিচালিত ৪টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
০১।	আনোয়ারা-বাঁশখালী-চকোরিয়া সড়ক উন্নয়ন।	১। এ-বি-সি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে ১০ বছরে ২২ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উন্নয়ন প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প পরিচালক যাতে ঘন ঘন বদলী/অবসর জনিত পরিবর্তন না করা হয় এবং প্রকল্প পরিচালক পদকে যেন অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে চালানো না হয়, এ বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে আগাম সতর্কতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালককে Key Role পালনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। ২। রুটিন মেরামত কাজে এবং পিরিয়ডিক সংস্কার কাজে মাটির কাজ ও hard-shoulder অন্তর্ভুক্ত করা এবং তা মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে এ জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। ভূমি হুকুমদখল তথা ROW মালিকানা ছাড়া আঞ্চলিক মহাসড়ক সঠিকভাবে জ্যামিতিক ডিজাইন করে নির্মাণ করা যায় না। আঞ্চলিক মহাসড়ক হিসেবে এ-বি-সি সড়কের বাঁশখালী উপজেলাধীন ৩৪ কিলোমিটার অংশের ভূমি হুকুমদখল যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে। জ্যামিতিক ডিজাইন (Geometric Design) প্রণয়ন ও অনুসরণ ছাড়া কোন সড়ক বা উহার অংশ বিশেষ নির্মাণ/উন্নয়ন করা যাবে না। ৪। “সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ কাজের ডিজাইনে Sand-drain অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং পেভমেন্ট নির্মাণের সময় উহা বাদ দেয়া যাবে না” এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫। এ-বি-সি আঞ্চলিক মহাসড়কের বাস-স্ট্যান্ড গুলোতে Bus-Bay নির্মাণ এবং হাট-বাজার অংশে পেভমেন্ট extra প্রশস্তকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৬। সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজাইন ইউনিটের মাধ্যমে টইটং সেতু এলাকা জরিপ ও স্ট্যাডি করতঃ প্রয়োজনে নির্মিত এবাটমেন্টের আংশিক ভাঙ্গাসহ সেতু ও ক্রস-রোডের ডিজাইন করা এবং উহার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। সমস্যার যথোপযুক্ত প্রায়োগিক বিষয়াদি বিশ্লেষণ না করে সরকারী অর্থ ব্যয় করা এবং সেতুটি অসমাপ্ত থাকার কারণ অনুসন্ধান করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৭। প্রতি বছর কিলোমিটার পোস্ট মেরামতকরণ, লিখন কিংবা প্রয়োজনে পুনঃনির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে; কিলোমিটার পোস্টের সাথে সাথে সড়কে সাইন-সিগন্যাল স্থাপন/প্রতিস্থাপনও প্রতি বছর নিশ্চিত করতে হবে। ৮। ডিপিপি দাখিলের সময় বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত সেতু ও কালভার্টের অবস্থান এবং দৈর্ঘ্য দেখানো সূচি ম্যাপ (Index Line Diagram) বা Bar-Chart দাখিল করতে হবে। ৯। পিসিআর-এর সাথে As built সেতু ও কালভার্টের অবস্থান দেখানো এবং প্রত্যেকটির particular-সহ সূচি নকশা (Index Line Diagram) বা Bar-Chart দাখিল করতে হবে। ১০।সেতুতে বিয়ারিং স্থাপনের পূর্বে ‘বিয়ারিং প্যাড’-এর পরীক্ষা নকশার নির্দেশনা

ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক পরিচালিত ৪টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
		অনুযায়ী BUET কিংবা অন্য কোন অনুমোদিত পরীক্ষাগারে পরীক্ষাকরণ নিশ্চিত করতে হবে। 'বিয়ারিং প্যাড'-এর টেস্টের ফলাফল একাধিক কর্মকর্তার দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে। ১১। সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিআর-২০০৮-এর বিধি-১৬ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) প্রণয়ন ও অনুসরণ করতে হবে। ১২। এ-বি-সি সড়ক সংলগ্ন কোন কোন স্থলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে তা সরেজমিনে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; প্রয়োজনে এলজিইডি'র সাথে সমন্বিতভাবে জলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১৩। সড়ক ও মহাসড়কে বৃক্ষরোপনের সময় বাঁকের ভিতর পার্শ্বে (Inner side) কোনরূপ গাছ লাগানো যাবে না। বাঁকের বাহির পার্শ্বে (Outer side) গাছ লাগানো যেতে পারে। বাঁকের ভিতর পাশ্বে গাছ থাকলে যানবাহন চালকের দৃষ্টিসীমায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অতএব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত লভ্যাংশ বণ্টনের সার্কুলার এবং বন অধিদপ্তরের সাথে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১৩-০৪-২০০২ ইং তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী সওজ অধিদপ্তরের নিরাপদ নির্দেশনা (Safety guideline) মেনে পরিকল্পিতভাবে আঞ্চলিক মহাসড়কটিতে অবিলম্বে ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের 'সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি' গ্রহণ করতে হবে। ১৪। এ-বি-সি সড়কের দুর্ঘটনা হ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক তাঁদের সংরক্ষিত দুর্ঘটনার তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট থানায় রেকর্ডকৃত তথ্য সংগ্রহ করে দুর্ঘটনা-প্রবণ স্পটগুলো চিহ্নিত করে, প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
০২।	নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	**ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত** ভবন নির্মাণে উন্নত মানের নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিৎ করতে হবে। এজন্য সিডিউলে নির্ধারিত মানের নির্মাণ সামগ্রী, টয়লেটের ফিটিংস, দরজা ও চেয়ার টেবিলের কাঠ ও জানালায় গ্রীল ব্যবহার করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া ভবনের ফ্লোর, বাথরুমের ফিটিংস ও দেয়ালের প্লাস্টার যেখানে ক্ষতিগ্রসথ ও ভেঙ্গে গেছে সেগুলো দ্রুততম সময়ে মেরামত করতে হবে। এ বিষয়ে আইএমইডি থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করা হলেও বাস্তবে কোন পদেক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। **ভবন ব্যবহার সংক্রান্ত** প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত নতুন একাডেমিক ভবনগুলো সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ভবনগুলো যেহেতু শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে সেহেতু ভবনগুলো শ্রেণিকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে অধ্যক্ষ ও অফিস ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট মানের কক্ষ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষকে অধ্যক্ষের রুম হিসেবে যাতে ব্যবহার না করা হয় যে বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **ভবন রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত** ১। ভবনটি যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষা অফিসারের দৃষ্টি থাকতে হবে। ভবনসমূহকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কিছু মোটিভেশনাল কাজ যেমনঃ পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড প্রস্তুত করে দেয়ালে লাগানো, ভবনের বিভিন্ন স্থানে ঢাকনাসহ ডাস্টবিন রাখা এবং শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সপ্তাহে একদিন পরিচ্ছন্ন কাজ পরিচালনা করা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা। ২। নির্মিত ভবনগুলোর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ রাজস্ব বাজেটের আওতায় বরাদ্দ রেখে সময়ে সময়ে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে নিয়মিত ছোটখাট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে সেজন্য

ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক পরিচালিত ৪টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
		মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও কলেজ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে কলেজ নির্মাণ পূর্ববর্তী একটি অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করা যেতে পারে। যদি কোন কলেজ কর্তৃপক্ষ উক্ত অঙ্গীকারনামা পালন না করে তাহলে সে কলেজের সরকার থেকে দেয়া সমস্ত সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেয়া হবে। এছাড়াও প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **<u>ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ সংক্রান্ত</u>** ১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। নীতিমালা অনুয়ায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে সেগুলোতে নতুন ভবন নির্মাণের পরিবর্তে বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করাই যুক্তিযুক্ত। ২। ভবনের স্থায়ীত্ব ও ভূমিকম্পন সহনশীলতার কথা বিবেচনা করে ইটের ফাউন্ডেশনের পরিবর্তে আরসিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার ভবন করা প্রয়োজন। ৩। দুইটি শ্রেণিকক্ষের মাঝখানে স্থায়ী দেয়াল নির্মাণ না করে অস্থায়ী পার্টিশনের মাধ্যমে নির্মাণ করা হলে দুইটি শ্রেণিকক্ষ একত্রে করে কমন ক্লাস ও কলেজের অন্যান্য বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা যেতে পারে। ৪। ভবনে একটি ফ্লোরে দুই রুমের পরিবর্তে তিন থেকে চারটি কক্ষ এবং সিঁড়ি ও বাথরুমের ব্যবহার আর্থিকভাবে অধিক সাশ্রয়ী এবং সীমিত জায়গায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করবে। ৫। শিক্ষা নীতিমালা, ভিশন ২০২১, সেক্টর পরিসংখ্যান ও সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার চাহিদার ভিত্তিতে চার তলা ফাউন্ডেশনের দ্বিতল ভবনকে চার তলায় উন্নীত করা।
০৩।	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর মাদ্রাসা এডুকেশন।	১। টিপিপিতে মাদরাসা সেক্টরের (আউটপুটস) পর্যালোচনার আলোকে যে রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। ২। রোডম্যাপ বাস্তবায়নের যে বিনিয়োগ কর্মসূচির প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রতিটি বিভাগে একটি করে বিএমটিটিআই স্থাপন করতে হবে। ৪। ধর্মীয় শিক্ষকদের এন্ডাগোজী ও প্যাডাগোজী প্রশিক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা যেতে পারে। ৫। মাদরাসা সেক্টরে কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (performance Based Manasement-PBM) ও মাদরাসা ভিত্তিক মূল্যায়ন (Madrasah Based Assesment-MBA) নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। ৬। মাদরাসা শিক্ষা থেকে Dropout রোধে ‘স্কুলফিডিং’ কর্মসূচি ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ৭। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন ও পাঠদান পদ্ধতির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ৮। মাদরাসা শিক্ষার্থীরা যাতে কর্মসংস্থান (Job Market) পায় সে নিমিত্তে “কমার্স গ্রুপ” খোলার বিষয় মাদরাসা শিক্ষা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন; এবং ৯। মাদরাসা শিক্ষায় পাঠ্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
০৪।	জেলা পাবলিক লাইব্রেরিসমূহের উন্নয়ন -৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)।	১। টেলিফোন সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের পদবী/প্রাধিকার বিবেচনায় না এনে গণগ্রন্থাগারের সেবার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রতিটি গণগ্রন্থাগারে টেলিফোন সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা চালু করা। ২। পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার পাঠক চাহিদা/সংখ্যানুপারে সংযোজন করা এবং বইয়ের অংশবিশেষ ফটোকপি করার সুবিধা (মূল্যের বিনিময়ে)

ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক পরিচালিত ৪টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
		প্রদান করা। ৩। লাইব্রেরি চত্তরে বইয়ের দোকানসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান এবং সাইবার ক্যাফে স্থাপন করা যেতে পারে। ৪। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য পদ (নাইট গার্ড, ক্লিনার, অফিস সহকারী, পাঠকক্ষ/টেকনিক্যাল সহকারী, বুক সটার ইত্যাদি পদ) সৃষ্টি করা এবং বিদ্যমান শূন্য পদগুলো জরুরিভিত্তিতে পূরণ করতে হবে। ৫। লাইব্রেরিগুলোকে পাঠক বান্ধব করতে হলে জেনারেটর, আইপিএস সংযোগপূর্বক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রয়োজন। একই সাথে প্রতিটি লাইব্রেরিতে সোলার সিস্টেম স্থাপন করতে হবে। ৬। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ওয়েব সাইটে বিভিন্ন রেফারেন্স ও প্রয়োজনীয় বইপুস্তক এবং পাঠকের তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ৭। স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তক বিশেষ করে অনার্স/মাস্টার্স লেবেলের বই সংযোজন করতে হবে। ৮। প্রফেশনাল, শিশুদের বই, কান্টে ম্রাফেয়ার্স, রাজনৈতিক বই, ডিকশনারি, ধর্মীয় পুস্তক, নতুন/প্রতিষ্ঠিত লেখকের বই ও স্থানীয় সংবাদপত্র পাঠক চাহিদা অনুযায়ী সংযোজনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ৯। পাঠক প্রসার বৃদ্ধি করার জন্য সভা সেমিনার/কর্মশালা এবং বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে চালু রাখার মাধ্যমে লাইব্রেরিকে একটি সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১০। লাইব্রেরিতে শিশু ও মহিলাদের বই পড়ার জন্য পৃথক কর্ণার এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ১১। মহিলা ও শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃতিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ রাখতে হবে। ১২। লাইব্রেরিতে সৃষ্ট বর্ধিত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে স্থানীয়, জাতীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা। ১৩। লাইব্রেরিগুলোতে সপ্তাহিক ছুটি দু'দিনের মধ্যে শনিবার খোলা রেখে সপ্তাহের অন্য একদিন ছুটির রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৪। বই চুরি/বইয়ের পাতা কাটা, পাঠ কক্ষে পাঠকদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ এবং ইভ-টিজিং রোধ করার জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন জরুরি। ১৫। খাওয়ার পানির জন্য ওয়াটার ফিল্টারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৬। টয়লেট এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পৃথক টয়লেট এর ব্যবস্থা করতে হবে। টয়লেটসমূহ নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। ১৭। লাইব্রেরির ক্যাম্পাস পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১৮। জেলা লাইব্রেরির ভবন বিশেষ করে মাল্টিপারপাস হল যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী গণ গ্রন্থাগারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা উচিত। ১৯। ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিআর ২০০৮ কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য এবং ভবিষ্যতে কোন অবস্থাতেই ক্রয় প্রক্রিয়ায় একাধিক ধাপ তড়িঘড়ি করে যাতে একদিনে সম্পন্ন না করা হয় এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় একটি নির্দেশনা জারী করতে পারেন। ২০। ভবিষ্যতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ না করে পিডব্লিউডি এর মাধ্যমে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের প্রকৌশল বিভাগে জনবল বৃদ্ধিপূর্বক নিজস্ব তদারকি/মনিটরিং ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলে নির্মাণ কাজ আরও সুন্দর হবে। ২১। লাইব্রেরি ভবনগুলোর নিয়মিত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং জনবল বৃদ্ধিসহ পাবলিক লাইব্রেরি অধিদপ্তরের আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

মূল্যায়ন সেক্টরের কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে পরিচালিত ১টি সমীক্ষার নাম ও সুপারিশসমূহঃ		
ক্রম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশসমূহ
০১।	জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।	১। চলমান প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের বিষয়টি প্রতিটি জেলার স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ ও প্রতিটি উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে মাইকিং ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে; ২। প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে প্রাথমিক জ্ঞান যাচাই করার ব্যবস্থা থাকতে হবে; ৩। ব্যবহারিক ক্লাস Continue করার জন্য বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যেমন- IPS বা Generator এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে; ৪। প্রয়োজনীয় সংখ্যাক কম্পিউটার অর্থাৎ জনপ্রতি একটি কম্পিউটারের ব্যবস্থা করতে হবে, বিকল কম্পিউটার এর সময়মতো মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনে Back up Support - এর জন্য অতিরিক্ত কম্পিউটারের ব্যবস্থা করতে হবে; ৫। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের Refreshment Training- এর ব্যবস্থার Provision চলমান প্রকল্পের অধীনে রাখতে হবে; ৬। Course Module-এ Outsourcing, Freelance, Graphics Design, Photoshop, Hardware Maintenance & Networking ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্তসহ বর্তমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে; ৭। চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি Basic English Course এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৮। কম্পিউটার ল্যাবে Broad Band Internet Connection বা Wifi zone করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের Broad Band Internet Connection টি Router-এর মাধ্যমেও ব্যবহার করা যেতে পারে; ৯। কম্পিউটার ল্যাবের Space বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; ১০। প্রকল্পটির পিসিআর-এ বর্ণিত বরাদ্দকৃত অর্থ, অবমুক্ত অর্থ এবং ব্যয়িত অর্থের অসামঞ্জস্যতার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংশোধন করতে হবে; ১১। প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় Training-এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং যথাসময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

পরিশিষ্ট-৩

মনিটরিং সেক্টরসমূহের কার্যক্রম (২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষকৃত প্রকল্পের নাম, অগ্রগতি ও সুপারিশমালা

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সমীক্ষা বাবদ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সুপারিশমালা
১।	তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প। মার্চ, ২০১০ হতে জুন ২০১৬	২৮১৪৫.০০	১২.০০	০১. বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে বিস্তারিত সমীক্ষা সম্পাদন প্রয়োজন। ০২. রেগুলেটরের গেটগুলো সহজে পরিচালনার জন্য গেটগুলোর নির্মাণ উৎপাদন অপেক্ষাকৃত হালকা ও Anti Corrosive material এর হওয়া প্রয়োজন। সে সঙ্গে গেট উঠানো নামানো পদ্ধতিটি সহজসাধ্য করা দরকার। প্রয়োজনের সময় যাতে গেট উঠানো নামানো যায় সে জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ প্রশিক্ষিত কিন্তু পুরোপুরি অস্থায়ী জনবল তৈরী রাখা ও তাদের service নেয়া সমীচীন; ০৩. প্রকল্পের সংগে জড়িত কর্মকর্তাগণকে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে বিশেষ কারণ ব্যতীত বদলী পরিহার করতে হবে। ০৪. বাঁধ নির্মাণ/নদী/ খাল/পুনঃ খননকালে তার দৈর্ঘের প্রতি কিলোমিটারে পোল্ডার নম্বর, চেইনেজ, নদী/খালের Cross Section (gradient, side, slope, bottom width, Top width, খনন হতে উত্তোলিত মাটি রাখার স্থান) লেখা সম্বলিত সাইন বোর্ড রাখা প্রয়োজন। ০৫. Embankment-র উপরে উঠার কাজটি সহজসাধ্য করার প্রয়োজননে উপযুক্ত ডিজাইনের সিড়ি তৈরী করা প্রয়োজন। ০৬. Borrow Pit-এ দেশী জাতের মাছ চাষের সঙ্গে সঙ্গে হাঁস পালনও করা যেতে পারে। কোন কোন প্রজাতির মাছ এ Borrow Pit এ ভালো জন্মে তা মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় জানা যেতে পারে। এর জন্য ভেসাল এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।
২।	পাবনা নাটোর সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। মার্চ, ২০১১ হতে জুন ২০১৬	১৬৬৩৬.১০	১২.০০	০১. গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তবিভাগীয়/আন্তমন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; Alternate Wetting and Drying (AWD) প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেচচার্জ যোক্তিক হারে হ্রাস করা যেতে পারে; ০২. বেলে মাটির জমিতে ধান চাষে অত্যাধিক পানির অপচয় হয় বিধায় সরকারি বিপুল অর্থ ব্যয়ে গভীর নলকূপ স্থাপন করার ক্ষেত্রে ধান চাষের জন্য এ ধরণের জমি নির্বাচন পরিহার করা যেতে পারে; এবং কম পানি প্রয়োজন হয়

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সমীক্ষা বাবদ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সুপারিশমালা
				এমন ফসল এসকল এলাকার জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। ০৩. প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প মেয়াদ প্রাপ্ত তথ্যদি সুনির্দিস্ট করে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হলে তা পরবর্তীতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিয়মিত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ০৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিয়মিত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার জন্য ন্যূনপক্ষে প্রকল্প চলাকালীন সময়ের জন্য সাময়িকভাবে অস্থায়ী জনবল নিয়োগ করা যেতে পারে। ০৫. উন্নত সেচ প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর অধিক কৃষক প্রশিক্ষণ/ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে; ০৬. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সেচ স্থাপনা নির্মাণের পর এর পরিচালনা ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিয়মিত তদারকি ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে; এবং ০৭. মাঠে AWD প্রযুক্তির ব্যবহার ওপর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৩।	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)। জুলাই, ২০১১ হতে জুন ২০১৫		১২.০০	০১. মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে একজন পুর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ০২. বিভাগীয় উপ-পরিচালকের তত্বাবধানে একটি স্কীম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের বিষয়ে নীতিমালা ও ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্চনীয়। ০৩. প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারিকি ও সুফলভোগী দলীয় সদস্যদের সময়মত সহায়তা দেখার জন্য উপজেলা পর্যায়ের জন্য যাতায়াত ভাতা/জ্বালানী ব্যয় ডিপিতে সংস্থান রাখা উচিত। ০৪. উপজেলা পর্যায়ে বা জেলা পর্যায়ে প্রকল্প পরিচিতি কর্মশালা আয়োজনের বিষয়টি ডিপিপি ও নীতিমালায় উল্লেখ থাকা যেখানে স্থানীয় পর্যায়ে জন প্রতিনিধিদের স্কীম বাস্তবায়ন নীতিমালা সম্পর্কে সার্বিক ধারণা দেয়া, যাতে তাঁরা স্কীম বাস্তবায়ন ও সুফলভোগী নির্বাচন ও দল গঠনে সহায়তা করতে পারেন। ০৫. বাস্তবায়ন নীতিমালায় স্কীম নির্বাচনে পুকুরের সর্ব নিম্ন আয়তন ০.২৫ হেক্টর ও খালের তলা প্রস্থের নিম্ন মাপ কম পক্ষে ২৫ ফুট কর যেতে পারে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সমীক্ষা বাবদ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সুপারিশমালা
				০৬. পুকুরের পাশাপাশি খাল, বিল ও মরা নদীর উপর সমান গরুত্ব প্রদান করা আবশ্যক। তবে দীর্ঘ মেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব ও স্কীমে বেশী সংখ্যক সুফলভোগী সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বৃহদাকার জলাশয় উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত। ০৭. প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, উপকরণ ও সুফলভোগী দল সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ সরাসরি উপজেলা মৎস্য দপ্তরে প্রদান এবং উক্ত দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ০৮. ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লাশয় ভরাট ও 'ব্যয়-অংশিদায়িত্ব' বিষয়গুলো বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।
৪।	"চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (২য় সংশোধিত)। জানুয়ারী, ২০০৩ হতে জুন, ২০১৬		১২ লক্ষ টাকা	০১. নির্ধারিত সময়সীমায় হাজারীবাগ হতে সকর ট্যানারী চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করতে হলে শিল্প ইউনিটসমূহের নির্মাণকাজরে গতি অনেকাংশে বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী। ০২. শিল্প ইউনিটসমূহের নির্মাণ কারেজ বাস্তব ত্রগতি পর্যবেক্ষা করার জন্য বিসিক কর্তৃপক্ষ একটি মনিটরিং সেল করা অত্যাবশ্যক। ০৩. CETP নির্মাণ কাজের গতি বাড়ানো উচিত এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। এ লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী মনিটরিং সেল গঠন করা অত্যাবশ্যক। ০৪. CETP-তে পৃথকভাবে লবণ পরিশোধণের ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত জরুরী, অন্যথায় পরিবেশের ওপর বিরুপ প্রভাব পড়বে। এখানে উল্লেখ্য যে, অতিরিক্ত লবণের জন্য তরণ বার্জ্যের TDS এর পরিমাণও বেড়ে যায়। ০৫. কোনবানীর সময় অতিরিক্ত ইফ্লুয়েন্ট ক্যাপাসিটি নির্মাণাধীন CETPএর হবে কিনা সি বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত। প্রতি দিন ১০ ঘন্টা ট্যানারীর উৎপাদন সময় বিবেচনা করে CETP এর ক্যাপাসিটি ২০০০০ ঘনলিটার/প্রতি দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কোরবানী পরবর্তী ৩ মাস ট্যানারীতে প্রায় ২৪ ঘন্টা প্রোডাকশন চলে। ০৬. ইফুয়েন্ট লোড কমানো এবং CETP এর অধিকতর কার্যকারীতার জন্য শিল্পনগরীর সকল ট্যানারীকে বাধ্যতামূলক পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। ০৭. ট্যানারী কর্তৃক সৃষ্ট বায়ু দুষণ অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সেজন্য প্রতিটি ট্যানারীকে চামড়া প্রসেসে টাক্সিক গ্যাস উৎপন্ন হবে না এরূপ কেমিক্যাল ও প্রসেস ব্যবহারে আইন

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সমীক্ষা বাবদ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সুপারিশমালা
				প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করতে হবে। ০৮. ইনসিনারেশন পদ্ধতিতে স্লাজ হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বায়ু দুষণের সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য বায়ু দুষণের বিষয়টি অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বেশি হবে কিনা তাও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা উচিত। ০৯. জরুরী ভিত্তিতে ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে অবশিষ্ট বেড়ি-বাঁধ নির্মাণ করা অত্যাবশ্যক। অতি বৃষ্টি বা বন্যায় প্রকল্প এলাকাটি প্লাবিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ১০. চামড়া শিল্পনগরীতে কাঁচা চামড়া ও কেমিক্যালস পরিবহনের সময় যাতে শিল্পনগরী ও তার আশেপাশে দুর্গন্ধ না ছড়ায় সে জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে কাঁচা চামড়া ও কেমিক্যালস পরিবহন করতে হবে। এক্ষেত্রে কার্ডাড ভ্যানে করে কাঁচা চামড়া ও কেমিক্যালস পরিবহণ করার জন্য আইন কর যেতে পারে।
৫।	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান প্রকল্প। জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫		১২ লক্ষ টাকা	০১. গুণগতমান রক্ষা করে সার্ভিস ড্রপ খোলাবাজার থেকে কেনা বা গ্রাহকের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। ০২. সঠিকভাবে জরিমানা আদায় এবং সিস্টেমের মান উন্নয়নে পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাণ করা যায় এমন ডিজিটাল মিটার (৩-ফেজ) স্থাপন করলে সমিতি ও গ্রাহক উভয়ের লাভবান হতে পারে। ০৩. প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষনিক লাইন বন্ধ বা চালুকরণ ও দ্রুত গ্রাহক সেবা দেওয়ার জন্য উপকেন্দ্র সার্বক্ষনিক দক্ষ লোকবল নিয়োগ করা যেতে পারে। ০৪. আংশিক অসম্পূর্ণ লাইনের যৌথ পরিদর্শন না করে কাজটি সম্পূর্ণ করে যৌথ পরিদর্শন করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। ০৫. ডিপিপি এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৫ এর মধ্যে অনুমোদিত ব্যয়ে সমাপ্ত হবে না। বিদ্যুৎ বিভাগ/বাংলাদেশে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অবিলম্বে ডিপিপি সংশোধন এবং মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণে উদ্যোগ নিতে পারে। ০৬. ডিপিপি সংশোধনের সময় গ্রাহক পর্যায়ে সংযোগ প্রদানের কাজ প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ০৭. মাঠ পর্যায়ে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপর খুটি স্থাপনে জমির মালিকদের পক্ষ থেকে বাধা আসে। ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহের জন্য

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সমীক্ষা বাবদ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সুপারিশমালা
				জমির ক্ষতি পূরণের বিষয়টি বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিবেচনা করতে পারে।
৬।	হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্টট প্রকল্প। জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬		১৮ লক্ষ টাকা	Short term: 01. The vacant posts of the medical technologists should be filled-up and new posts be created with appropriate and skill based human resources as a priority for proper utilization of the supplied equipments/ laboratory and to reduce tests outside the hospitals; 02. Both financial and physical progresses must be expedited as per planned activities in the approved Revised Operational Plan by monitoring and controlling the Annual Work Plan and Annual Procurement Plan. The Critical Path Method may be followed. 03. Segregation of waste at the point generation as per Government approved color code should be in place with activation of the waste management committee at different administrative levels. 04. A thorough investigation should be conducted to reduce the system and time loss of both the suppliers (CMSD) and the recipients (Hospital authority) of the machineries and equipments, and also the procurement of machineries be need based. 05. Separate independent study regarding procurement of logistic, specially highlighting the specification price of the individual items. Long-term 01. Non-functioning equipments may be identified through a country-wide survey. Repair/maintenance as well as calibration may be done for the useable equipments through outsourcing. 02. In long-term, posts of Biomedical Engineer may be created and recruited at the divisional level, and if required at the district levels based on the necessity of the human resources.

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সমীক্ষা বাবদ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সুপারিশমালা
				03. TQM activities should be emphasized and proper training of the managers of the health service should be ensured. 04. Operational research should be conducted regularly and findings must be shared to the related stakeholders to ensure knowledge based management and clinical practice at the hospitals.
৭।	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (RAARIP, ১ম সংশোধিত। জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৬	১৬৬৬৯০.৬০	১২ লক্ষ টাকা	০১. প্রতিটি বিদ্যালয়ের পাঠদান নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে প্রতিটি শ্রেণী কক্ষের প্রয়োজন অনুসারে উঁচু নিচু বেঞ্চসহ প্রকল্প সংস্থান অনুযায়ী সকল আসবাবপত্র সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত নষ্ট হয়ে যাওয়া উঁচু-নিচু বেঞ্চ মেরামত করতে হবে। ০.২ যে সকল বিদ্যালয়ের ছাদে পানি জমে থাকে সে সকল বিদ্যালয়ের ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য নিষ্কাশন পাইপ পরিষ্কার রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ০.৩ যে সকল বিদ্যালয় ভবনের দরজা বেঁকে, ভেঙ্গে ও খসে পড়েছে সেগুলো যথাযথভাবে মেরামত ও সংস্কার করতে হবে, এছাড়া যেসব বিদ্যালয়ের ফ্লোর ইতোমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে তা জরুরীভিত্তিতে মেরামত করতে হবে এবং বিনষ্ট টয়লেট সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ০.৪ পরিদর্শিত যেসব বিদ্যালয়ে এখনও সুপেয় পানির ব্যবস্থা হয়নি, সে সকল বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন করে অথবা সংস্কার করে সুপেয় পানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ০.৫ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের অন্তরায়। তাই ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার করতে হবে।
৮।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প(১ম সংশোধিত। জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫	১৪০২৪.৯৩	১২ লক্ষ টাকা	০১. স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ভবিষ্যতে যে কো প্রকল্পের স্কীম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকৃত চাহিদার প্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা সমীচীন হবে। এছাড়া পটভূমি ও উদ্দেশ্যের সাথে স্কীম নির্ধারণে সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্চনীয়। ০২. এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রকল্প হতে অগ্রাধিকার তালিকা রাখা প্রয়োজন ছিল, যা স্থানীয় সরকার বিভাগ কিংবা এলজিইডি কর্তৃক করা হয়নি। ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকার বিভাগ এ জাতীয় জরুরী পুর্নবাসন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা করে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সমীক্ষা বাবদ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সুপারিশমালা
				নির্ধারিত মেয়াদ ও ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ০৩. প্রকল্পটির আওতায় যে সকল স্কীমের নির্মাণ কাজের গুনগতমান যথাযথ মানসম্মত হয়নি, সে সকল নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিতের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। ০৪. প্রকল্পটির আওতায় যে সকল সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক যথাযথভাবে নির্মাণ করা হয়নি সেসকল এ্যাপ্রোচ দ্রুত নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িতব্য যে কোন সড়কে সেতু/কালর্ভাট নির্মাণের প্যাকেজের সাথে এ্যাপ্রোজ সড়ক অন্তর্ভুক্ত করে একই প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহ্বানপূর্বক ঠিকাদার নিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে আলাদা আলাদা প্যাকেজ করা সমীচীন হবে না। ০৫. প্রকল্পটির আওতায় পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ৮১ মিটার দৈর্ঘ্যের নির্মাণধীন সেতু ও ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর ও কাঠালিয়া উপজেলা এবং পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলায় নির্মাণাধীন সড়কসহ অন্যান্য জেলায় চলমান নির্মাণ কাজসমূহ প্রকল্প সমাপ্তি নির্ধারিত মেয়াদ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে মনিটরিং আরও বৃদ্ধি করতে হবে। ০৬. ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে যে কোন ধরণের আইনি জটিলতা রোধে প্রকল্পের মেয়াদকালের দিকে লক্ষ্য না রেখে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্কীমের বিপরীতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল বিবেচনা না করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে ভবিষ্যতে এ জাতীয় পরিস্থিতির যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় এজন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। ০৭. সাতক্ষীরা জেলায় ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে দরদাতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা না হওয়ার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখবে এবং ভবিষ্যতে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য সকল প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদার নিয়োগে যথাযথ প্রতিযোগিতা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ০৮. প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত যে সকল স্কীমের সাথে নিকটবর্তী গ্রোথ সেন্টার কিংবা প্রধান সড়কের সাথে কানেকটিভিটি বিচ্ছিন্ন রয়েছে, সেসকল স্কীমের কানেকটি পেতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চলামান যে কোন প্রকল্পের আওতায়

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সমীক্ষা বাবদ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সুপারিশমালা
				নতুন স্কীম গ্রহণের মাধ্যমে এসকল স্কীমের পূর্ণাঙ্গ কানেকটিভিটি নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে এলজিইডি কর্তৃক কো প্রকল্পের আওতায় স্কীম নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রোথ সেন্টার কিংবা প্রধান সড়ক হতে কানেকটিভিটির বিয়টি বিবেচনা করা সমীচীন হবে।
৯।	জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প। জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫	১৭৮২.২৫	১২ লক্ষ টাকা	স্বল্প মেয়াদী সুপারিশঃ ০১. মাঠ পর্যায়ের বেশীভাগ জনসাধারণ প্রকল্পটি সর্ম্পকে অবহিত নন। ফলে ভূমি জ্বনিং এর প্রত্যাশিত ফলাফল মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা/নিরীক্ষা ও জনসাধারণকে অবহিত করার নিমিত্ত বাস্তবায়নের জন্য দেশের ৭ (সাত)টি বিভাগের কমপক্ষে চৌদ্দ (১৪)টি উপজেলায় (প্রতি বিভাগের ২টি করে উপজেলা, একটি শহরাঞ্চলে ও একটি গ্রামাঞ্চলে) একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। ০২. ভূমি জোনিং সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন এবং সুবিধাভোগীদের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এ বিষয়ে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর প্রচারনা চালানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়াও ইতোপূর্বে প্রণীত প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের ভূমি জোনিং প্রতিবেদনও ম্যাপ সমূহ সঠিক ভাবে সংরক্ষিত না হওয়ায় প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের কার্যক্রম অর্থাৎ প্রতিবেদন ও ম্যাপ সমূহ রিভিউ করে আপডেট করার প্রয়োজন রয়েছে। ০৩. “জাতীয় ভূমি জোনিং (২য় পর্যায়ে)” প্রকল্পটিতে জোনিং এর বিষয়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থ বরাদ্দ নেই। ব্যাপক প্রচার প্রচারণার জন্য যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে তা হচ্ছে: রেডিও টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন; দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রচার প্রচারণা যেমন বিল বোর্ড স্থাপন, পোস্টার, বুকলেট, ক্রশিউয়্যার, শর্টফিল্ম,সিনেমাহল সমূহে ফিলার প্রদর্শন ইত্যাদি আকারে প্রচার চালানো। স্থানীয় পর্যায়ে ও বিষয়ে সভা, সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা করা। চলতি প্রকল্পে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থন না থাকায় উর্পযুক্ত বিষয়াদি একীভূত করে এবিষয়ে প্রয়োজনে আলাদা নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করে বিস্তারিত কর্মসচী প্রণয়ন /নির্ধারণ করা যেতে পারে। ০৪. প্রকল্পটির আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জোনিং সর্ম্পকে একটি ধারণা দেয়া হচ্ছে। তবে

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সমীক্ষা বাবদ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সুপারিশমালা
				এই জোনিং কে চূড়ান্ত করার পূর্বে স্থানীয় প্রশাসন, গণমান্য ব্যীক্তবর্গ এনজিও এবং সুবিধাভোগীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এছাড়া ভূমি জোনিং কার্যকক্রম সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কোন দপ্তর এবং কারা এ বিষয়ে কাজ করবে তা 'স্পষ্টিকরণ" করা প্রয়োজন। **দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশসমূহঃ** ০১. সড়ক বা মহাসড়ক নির্মাণের সময় উর্বর কৃষি (দুই বা ততোধিক ফসলী)কে পরিহার করা যেতে পারে। কোন কৃষি জমিকে নষ্ট অকৃষি স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। অনুর্বর, অকৃষি, অকৃষি জমিতে আবাসন বাড়িঘর, ইটের ভাট, শিল্প কারখানা প্রভৃতি স্থাপন করা যাবে। খোলা ইটের ভাটা নির্মাণ পরিহার করা যেতে পারে। ০২. যে কোন শিল্প কারখানা, সরকারী বেসরকারী ভবন, বাসস্থান নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমির উর্ধ্বমুখী ব্যবহার (Vertical Expansion) কে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
১০।	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগূরূত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় খন্ড, ১ম সংশোধিত। জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১৬	৯৯৫০০.০০	১২ লক্ষ টাকা	০১. ভবিষ্যতে এলজিইডি কর্তৃক কোন প্রকল্পর আওতায় স্কীম নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রোথ সেন্টার কিংবা প্রধান সড়ক হতে কানেকটিভিটি বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। ০২. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরণ বিবেচনাপূর্বক (যেমন বন্যা, আইলা, সিডর ইত্যাদি) সড়ক বাঁধের উচ্চতা, সড়কের স্লোপ, সড়ক রক্ষাপ্রদকাজ, পর্যাপ্ত কালভার্ট ইত্যাদির সংস্থান রেখে রোড ডিজাইন করতে হবে। এছাড়া হাট/বাজার/গ্রোথ সেন্টারসহ যেসব এলাকায় পর্যপ্ত ড্রেনেজ ফ্যাসিলিটিজি নেই সেসকল স্থানে ফ্লেক্ডিল পেভমেন্টের পরিবর্তে রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ করা যেতে পারে। ০৩. সেতু নির্মাণের সাথে উক্ত সেতুর এ্যাপ্রোচ সড়ক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষত্রে আলাদা আলাদা প্যাকেজ করা যাবে না। ০৪. মাটির ধরণ বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ সোল্ডার ও সড়ক বাঁধের স্লোপ মেইনটেইন করে সড়ক নির্মাণ করতে হবে। সড়ক বাঁধের মাটি ক্ষয়রোধকল্পে ঘাস ও বৃক্ষরোপণ করা যেতে পারে। ০৫. সড়কের কার্পেটিং ও সীলকোটের স্তর কিংবা সড়কের উপরিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক ভবিষ্যতৈ এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িতব্য সড়ক ডিজাইনের (সড়কের বিভিন্ন লেয়ারের পুরুত্ব নির্ধারণ) ক্ষেত্রে প্রকৃত ট্রাফিক লোড বিবেচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রকৃত ডিজাইনের আলোকে সড়কের বিভিন্ন লেয়ারের পুরুত্ব বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সমীক্ষা বাবদ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সুপারিশমালা
				০৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরণ বিবেচনাপূর্বক (যেমন, বন্যা, আইলা, সিডর ইত্যাদি) সড়ক বাঁধের উচ্চতা সড়কের স্লোপ, সড়ক রক্ষাপ্রদকাজ, পর্যন্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদির সংস্থান রেখে রোড ডিজাইন করতে হবে। ০৭. নির্মাণ কাজের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য জেলা পর্যায়ের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়েও এলজিইডি'র টেস্টিং সুবিধা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
১১।	উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫	১৩৪২১.৮৫	১২ লক্ষ টাকা	০১. প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদকাল জুন, ২০১৫ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। ০২. গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিপিপি'র অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অবশিষ্ট কারিগরি জনবল নিয়োগদানের মাধ্যমে সুপারভিশন জোরদার করতে হবে। ০৩. অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী সফট সোল্ডারের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। সোল্ডার কম্পেকশন এবং স্লোপ যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে। ০৪. ইতোমধ্যে নির্মিত সড়ক এবং বক্স কালভার্টসমূহের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামতের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং থেকে মতামত নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ০৫. ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট চেইনেজ কিঃমিঃ ৩৬+১২ হতে ৩৬+০৩২ এবং চেইনেজ কিঃমিঃ ৩৪+৩২৮ হতে ৩৪+৩৪০ পর্যন্ত 7mm thick সীল কোট দিয়ে কার্পেটিং Thickness পুনঃনির্মাণ কতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষা করে অন্য কোথাও Thickness এর ঘাটতি সনাক্ত হলে অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে মেরামতের ব্যবস্থা নিতে হবে। ০৬. ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ সামগ্রী অনুমোদিত স্বতন্ত্র Labortory তে পরীক্ষা করে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। ০৭. আইএসজি, সাব-বেইজ, বেইজ, কার্পেটিং সীলকোট, আরসিসি পেভমেন্ট ইত্যাদি Pavement Layer Thickness Chart এর মাধ্যমে Thickness এর পরিমাপ নির্ণয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট-৪

আইএমইডি'র সেক্টরভিত্তিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিন্যাস ও তাদের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মূল প্রকল্প সংখ্যা
	শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর	
১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৩
২	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৯
৩	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১৭
৪	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯৮
৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৪
৬	অর্থ বিভাগ	৬
৭	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৬
৮	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৫
৯	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৬
১০	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৭
১১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩৯
১২	তথ্য মন্ত্রণালয়	১১
১৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৭
১৪	আইন ও বিচার বিভাগ	৪
১৫	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	২
১৬	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	২
১৭	পরিকল্পনা বিভাগ	১২
১৮	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৭
১৯	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৩
২০	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭
২১	সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়	১৬
২২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০
২৩	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১২
২৪	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪
২৫	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৮
২৬	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৪
২৭	সুপ্রীমকোর্ট	১
	উপ: (প্রকল্প সংখ্যা) মোট-	**৩৮০**

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মূল প্রকল্প সংখ্যা
	যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর	
২৮	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৩০
২৯	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫৫
৩০	সেতু বিভাগ	১২
৩১	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৭৯
	উপ: (প্রকল্প সংখ্যা) মোট-	**৩৭৬**
	কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর	
ক্রমিক নং	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	
৩২	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭
৩৩	কৃষি মন্ত্রণালয়	৯৮
৩৪	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৮
৩৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৭
৩৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১০
৩৭	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	২৭
৩৮	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৫৮
৩৯	ভূমি মন্ত্রণালয়	৯
৪০	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৬
৪১	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৩৩
৪২	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৬৪
	উপ: (প্রকল্প সংখ্যা) মোট-	**৩৪৭**
	শিল্প ও শক্তি সেক্টর	
ক্রমিক নং	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	
৪৩	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১১
৪৪	বিদ্যুৎ বিভাগ	৬৯
৪৫	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৬৩
৪৬	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩
৪৭	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১০৪
৪৮	শিল্প মন্ত্রণালয়	৩৩
৪৯	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১৭
৫০	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১৪
৫১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৫
৫২	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৯
৫৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১০
৫৪	দুর্নীতি দমন কমিশন	১
৫৫	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১
	উপ: (প্রকল্প সংখ্যা) মোট-	**৩৫০**
	সর্বমোট: (প্রকল্প সংখ্যা)	**১৪৫৩**